আমলে কোরআনী

হাকীমুল উম্মত
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

www.banglakitab.weebly.com

আমলে কোরআনী

(রূহানী চিকিৎসা)

মূল উর্দু
হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

বাংলা অনুবাদ
মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম
(প্রাক্তন অনুবাদক : বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতি)

সম্পাদনা
মোহাম্মদ শামসুজজামান
(প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক :
মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী ও বিভিন্ন গবেষণামূলক
গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক)

দারুল বালাগ লাইব্রেরী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয় .... পৃষ্ঠা

ফল-ফলাদি সুমিষ্ট হওয়ার আমল ১৫
কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টিতে ১৫
যদি কোন জিনিস হারিয়ে যায় ১৫
স্ত্রীর প্রতি স্বামী অসন্তুষ্ট থাকলে ১৫
কর্তৃপক্ষের ক্ষোভ দূর করার আমল ১৬
শয়তান দূর করার আমল ১৬
চুরি অথবা বিপদাপদ থেকে বাঁচার আমল ১৬
ইসমে আযমের ফযিলত ১৭
ঈমানী অবস্থায় মৃত্যুবরণের আমল ১৭
ঋণ থেকে পরিত্রাণের আমল ১৭
সুসন্তান লাভের আমল ১৭
অশান্ত পশুকে শান্ত করার আমল ১৮
রুজী-রোজগার বৃদ্ধির আমল ১৮
বালা-মসিবতে পতি হলে ১৯
দু'আ কবুল হওয়ার আমল ১৯
রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আমল ২০
যুলুম থেকে মুক্তি লাভের আমল ২০
মহব্বত সৃষ্টির আমল ২০
উদ্দেশ্য সাধনের আমল ২১
গোনাহ থেকে পরিত্রাণ লাভের আমল ২১
জ্বর থেকে আরোগ্য লাভের আমল ২১
ভয় দূর করার আমল ২১
ব্যবসায় উন্নতির আমল ২২
নবীর শাফায়াত লাভের আমল ২২
সুখ নিদ্রার আমল ২২
যাদুর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার আমল ২৩
নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদিতে আরোহন অবস্থায় আমল ২৩
কর্মচারী অবাধ্য হলে ২৩

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনের শান্তনা লাভের আমল	২৩
দুশমনের ভয় দূর করার আমল	২৩
কোন স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হয়ে যাবার যদি আশংকা হয়	২৪
মেঘ গর্জনের সময় পাঠ করার আমল	২৪
বিদেশে সম্মান লাভের আমল	২৪
সব রকম রোগ ও বেদনার আমল	২৪
কুকুর বা হিংস্র জাতীয় প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার আমল	২৪
অন্তরে নূর সৃষ্টি লাভের আমল	২৫
ইলমের উন্নতি ও মেধাশক্তি বৃদ্ধির আমল	২৫
শয়তানের ওসওয়াসা বিনষ্ট করার আমল	২৬
বালা-মুসিবত থেকে মুক্তির আমল	২৬
নিঃসন্তানিদের সন্তান লাভের আমল	২৬
শয়তানের কুপ্রভাব দূর করার আমল	২৬
ভূত ও জ্বীনের আছর দূর করার আমল	২৭
বিষ নষ্ট করার আমল	২৭
দ্বীনদার স্ত্রী-পুত্র লাভের আমল	২৭
পিপীলিকা দূর করার আমল	২৭
নিরুদ্দেশের সন্ধান লাভের আমল	২৮
নামায কবুল হওয়ার আমল	২৮
প্লীহা দূর করার আমল	২৮
সর্বরোগ দূর করার আমল/আয়াতে শিফা	২৮
হাকীম বা কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভের আমল	২৯
রিযক বৃদ্ধির আমল	২৯
যানবাহনে আরোহনের নিয়ম ও আমল	২৯
জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি লাভের আমল	৩০
দৃষ্টিশক্তি রক্ষার আমল	৩০
নিঃসন্তানের সন্তান লাভের আমল	৩০
মাথা ব্যথা দূর করার আমল	৩১
হাশরে মুখ উজ্জ্বল হওয়ার আমল	৩১
ইসমে আযমের মহাত্ম বা ফযিলত	৩১
কবরের আযাব থেকে মুক্তির আমল	৩১
বদনযর থেকে বাঁচার আমল	৩১
দুঃখ-কষ্ট দূর করার আমল	৩২
সহজে সন্তান প্রসব হওয়ার আমল	৩২
কয়েকটি বিশিষ্ট সূরার ফযিলত	৩২

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
কয়েকটি উপকারী তাবীজ	৩৪
বসন্ত থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল	৩৪
কলেরা থেকে রক্ষার আমল	৩৪
শত্রুতা বিচ্ছেদের আমল	৩৪
সন্তানের বলা-মসিবত দূর করার আমল	৩৫
অর্শ রোগ দূর করার আমল	৩৫
পাগলা কুকুরে কামড়ালে এর আমল	৩৫
ফোড়া-বাগী দূর করার আমল	৩৬
জ্বরের তাবীজ	৩৬
সন্তান লাভ করার আমল	৩৬
পদবী বা সম্মান লাভের আমল	৩৭
সূরা ত্ব-হা এর আমল ও বৈশিষ্ট্য	৩৮
ফোঁড়া-বাগী আরামের তদবীর	৩৮
বিভিন্ন ধরনের আশা-আকাঙ্খার আমল	৩৮
সুখ নিদ্রার আমল	৩৯
গর্ভরক্ষা ও সন্তানের হিফাযতের আমল	৩৯
সহজভাবে সন্তান প্রসবের আমল	৩৯
বেদনা ও জ্বর বিনাশের আমল	৪০
দুষ্টের শাস্তির আমল	৪০
অত্যাচারীর ধ্বংস সাধনের আমল	৪০
মদপান ছাড়ার আমল	৪১
নৌকায় হিফাযত সংক্রান্ত আমল	৪১
স্বপ্নদোষ দূর করার আমল	৪১
মুখ বন্ধকরণের আমল	৪১
সর্বত্র মান-সম্মান লাভের আমল	৪২
চোখের রোগের আমল	৪৩
অপূর্ব শক্তির আমল	৪৩
গুপ্তধন লাভের আমল	৪৩
ধন-সম্পদ স্থায়ীকরণের আমল	৪৩
গোপন কথা জানার আমল	৪৪
জাল টাকা সনাক্ত করার আমল	৪৪
চাকরের দুষ্টামি দূর করার আমল	৪৫
প্লীহা ও পেট বেদনার আমল	৪৫
মন্দ লোকের দুষ্টামি থেকে আত্মরক্ষার আমল	৪৫

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মরণ শক্তি ও বোধশক্তি লাভের আমল	৪৫
হক মোকাদ্দার জয় লাভের আমল	৪৬
জ্বরের আমল	৪৬
যালিমের মনে ভয় সঞ্চয়ের আমল	৪৬
পেটের রোগ ও জ্বর দূর করার আমল	৪৭
বিপদের সহায়	৪৭
জ্বর, মাথা ব্যথা ও মৃগীর তদবীর	৪৭
শিশুর স্বাস্থ্য বৃদ্ধির আমল	৪৭
উপযুক্ত মেয়ের বিবাহর পয়গাম আনার আমল	৪৮
সম্মান লাভের আমল	৪৮
আপদ-বালা ও হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষার আমল	৪৮
কামলা রোগের তদবীর	৪৮
পশুর হিফাযত	৪৮
ব্যবসায়ে উন্নতির আমল	৪৯
সূরা ইয়াসীনের ফযীলত	৪৯
যুদ্ধে জয়লাভের আমল	৪৯
চোর থেকে নিরাপদে থাকার আমল	৫০
ন্যায়ের ক্ষেত্রে জয় লাভের আমল	৫০
ভূতের আছর দূর করার আমল	৫০
অত্যাচার থেকে রক্ষার আমল	৫০
কাশি দূর করার তদবীর	৫০
আমাশার তদবীর	৫১
শিশুকে নিরপদে রাখার আমল	৫১
অপকার থেকে সুরক্ষার আমল	৫১
সম্মান, স্মরণশক্তি ও রোগ আরোগ্য লাভের আমল	৫১
জীবিকা, জয়লাভ ও হিফাযত	৫১
সর্বত্র আদর-সম্মান লাভের আমল	৫১
ভূতের অত্যাচার থেকে রক্ষার আমল	৫২
দুগ্ধ বৃদ্ধি ও গর্ভ রক্ষার আমল	৫২
ধন-সম্পদের স্থায়িত্ব লাভের আমল	৫২
ক্ষেত ও বাগানে বরকত লাভের আমল	৫২
ভয় ও পেট বেদনা দূর করার আমল	৫৩
শিশুদের দাঁত ওঠার তদবীর	৫৩
রোগীর শান্তি লাভের আমল	৫৩
কারামুক্তির আমল	৫৩

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভ্রমণে নিরাপত্তা	৫৩
সর্বত্র জয়লাভের আমল	৫৩
কুকুর দমন করার আমল	৫৩
ক্ষুধা-পিপাসা দূর করার আমল	৫৪
লৌহাস্ত্র থেকে রক্ষার আমল	৫৪
সুনিদ্রা হওয়ার আমল	৫৪
সূরা হাশরের ফযীলত	৫৪
ব্যথা দূর করার আমল	৫৫
প্লীহা আরোগ্যের আমল	৫৫
সর্বত্র সম্মান, প্রতিপত্তি লাভের আমল	৫৫
মালের নিরাপত্তা	৫৫
চোখের রোগ ও ফোঁড়া ইত্যাদির তদবীর	৫৬
শত্রুর বাকশক্তি রোধের আমল	৫৬
দুষ্টের দুষ্টামি থেকে আত্মরক্ষার আমল	৫৬
জীবিকা বৃদ্ধির বিশেষ আমল	৫৬
রোগের শান্তি	৫৭
চোখ ওঠা দূর করার আমল	৫৭
দারিদ্র থেকে মুক্তির আমল	৫৭
গর্ভরক্ষা ও সন্তানের মঙ্গল কামনার আমল	৫৭
স্বপ্নদোষ ও দুঃস্বপ্ন দূর করার আমল	৫৭
মাকসুদ হাসিল ও মনের অস্থিরতা বিনাশের আমল	৫৭
কারামুক্তির আমল	৫৭
জীবিকা বৃদ্ধির আমল	৫৭
সহজে কোরআন হিফ্য করার আমল	৫৮
আল্লাহভীতি ও নম্রতা অর্জনের আমল	৫৮
বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধির আমল	৫৮
দুম্বল আরোগ্য	৫৮
হাকীমের অপরকার থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	৫৮
শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষার আমল	৫৮
দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধির আমল	৫৮
কারামুক্তি ও জ্বর আরোগ্যের আমল	৫৮
উইপোকা নিবারণের আমল	৫৯
বিষের ঝাড়া	৫৯
দুধ ছাড়ান	৫৯

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওষুধের অনিষ্ট থেকে রক্ষার আমল	৫৯
পুত্র-সন্তান লাভের আমল	৫৯
অর্শরোগ আরোগ্য	৫৯
অর্শরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির আমল	৫৯
খাদ্যের অপকারিতা থেকে রক্ষার আমল	৬০
নেক সন্তান লাবের আমল	৬০
অজ্ঞানের জ্ঞান লাভের তদবীর	৬০
পলাতকের প্রত্যাবর্তন	৬০
হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করার আমল	৬০
পাথরি বিনাশ করার আমল	৬০
শস্যে বরকত হওয়ার আমল	৬০
বন্ধুত্ব রক্ষার আমল	৬১
সফরে নিরাপত্তা লাভের আমল	৬১
বেদনা দূর করার আমল	৬১
সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষার আমল	৬১
রোগ, যাদুটোনা থেকে আত্মরক্ষার আমল	৬১
বদনযর বিনষ্ট করার আমল	৬১
স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দীদার লাভের আমল	৬১
ভাল সওদা	৬২
জীব-জন্তুর ঝাড়-ফুঁক	৬২
মনের কাঠিন্য দূর করার আমল	৬২
গাভীর দুধ বৃদ্ধি করার আমল	৬৩
অত্যাচারীর জ্ঞান হরণের আমল	৬৩
বদনযর ও যাদু দূর করার আমল	৬৩
ইচ্ছানুরূপ ঘুম ভাঙার আমল	৬৪
মুখের অর্ধাঙ্গ এবং গ্যাস্ট্রিক বেদনার তদবীর	৬৪
নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ নেয়ার আমল	৬৫
সাপ-বিচ্ছু দূর করার আমল	৬৫
যুদ্ধে জয় লাভের আমল	৬৫
আয়াতুল কুরসির ফযীলত	৬৭
দুশমন বরবাদীর তদবীর	৬৮
দাদ দূর করার তদবীর	৬৯
কর্জ থেকে অব্যাহতি ও রুজী বৃদ্ধির আমল	৬৯
নানা প্রকার অনিষ্ট দূর করার আমল	৬৯
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির তদবীর	৬৯
রুজী-রোজগার বৃদ্ধির আমল	৭০

www.banglakitab.weebly.com

বিষয় পৃষ্ঠা
গুপ্ত বিদ্যা অর্জনের তদবীর...... ৭০
গুপ্তধন প্রাপ্তির আমল...... ৭১
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের আমল...... ৭১
গর্ভরক্ষার আমল...... ৭১
শিশুকে বালা-মসিবত থেকে রক্ষার তদবীর...... ৭২
জীবিকা বৃদ্ধির আমল...... ৭২
বেকার সমস্যা সমাধানের আমল...... ৭৩
শ্বাসকষ্ট রোগের তদবীর...... ৭৩
অনুগতকরণের তদবীর...... ৭৩
শত্রুর ওপর জয়লাভের আমল...... ৭৪
মাকসুদ পূর্ণ ও ভয় দূর করার তদবীর...... ৭৪
রক্তস্রাব দূর করার তদবীর...... ৭৫
ঈমান পরিপক্ক করার আমল...... ৭৬
তর্কে জয়লাভ করার আমল...... ৭৬
শরীর-মন নির্মল ও চিন্তা দূর করার আমল...... ৭৭
যালিমের যুলুম থেকে মুক্তির আমল...... ৭৭
সভায় বিবাদ সৃষ্টি করার আমল...... ৭৮
পশু রক্ষার আমল...... ৭৮
ব্যথা-বেদনা দূর করার আমল...... ৭৮
ক্রোধ দমন...... ৭৮
পক্ষাঘাত দূর করার আমল...... ৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

বিস্‌মিল্লাহর ফযীলত...... ৮০
সূরা ফাতিহার বরকত...... ৮০
আয়াতুল কুরসীর বরকত...... ৮০
বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধান...... ৮২
শত্রু দমনের আমল ও তদবীর...... ৮৩
বাগান ও শস্যক্ষেত্রের হিফাযতের তদবীর...... ৮৩
বাগানে ফলোৎপাদনের আমল...... ৮৪
জ্বীন হাজির করার আমল...... ৮৪
গুপ্ত রহস্য ভেদ করার আমল...... ৮৫
মনের অস্থিরতা ও চিন্তা-ভাবনার দূর করার আমল...... ৮৬
চোখের হিফাযতের তদবীর...... ৮৬
মশা ও বিচ্ছু দূর করার তদবীর...... ৮৬
গোপন কথা জানার তদবীর...... ৮৬

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আশ্চর্য সংবাদ জানার তদবীর	৮৭
বিপদে সহায়তা	৮৭
সম্মানলাভের তদবীর	৮৮
নৌকার হিফাযতের তদবীর	৮৮
ঝড়-তুফান থেকে রক্ষার আমল	৮৮
বাগানে অধিক ফল উৎপাদনের আমল	৮৮
চোরের শাস্তি	৮৯
সুবুদ্ধি উদয়ের আমল	৮৯
শয়তান থেকে আত্মরক্ষার আমল	৯০
নিদ্রা দমনের আমল	৯০
বদনযর, কলিজা বেদনা ইত্যাদি দূর করার তদবীর	৯০
জীবিকা বৃদ্ধির আমল	৯১
ইবাদতে শক্তি বৃদ্ধির আমল	৯১
সেহের, বদনযর ও বিষ দূর করার তদবীর	৯১
দুশমনের দুশমনী দূর করার আমল	৯২
বুক বেদনার তদবীর	৯২
গাছ ও খেতের হিফাযত	৯২
ঘরের হিফাযত করার আমল	৯৩
দু'আ কবুল ও জান্নাত লাভের আমল	৯৩
দুশ্চিন্তা ও হৃৎকম্পন দূর হওয়ার আমল	৯৮
মনের কাঠিন্য দূর করার আমল	৯৯
শক্তি সঞ্চয়	১০০
জ্বরের তদবীর	১০০
চোর ও পলাতক ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার তদবীর	১০০
দ্বীন-দুনিয়ার আসানীর আমল	১০০
চোরের গলায় বাঁধ	১০১
বেদনায় শান্তি লাভের আমল	১০১
সহজ প্রসব ও কানের বেদনায় শান্তির তদবীর	১০২
পেট ব্যথা ও শ্বাস রোগের আমল	১০২
যাদু-টোনা দূর করার আমল	১০২
সর্বরোগ বিনাশের তদবীর	১০৩
গায়েবী মদদ লাভের আমল	১০৩
বোধশক্তি ও ইলম বৃদ্ধির আমল	১০৪
যালিম দুশমনের ভয় দূর করার আমল	১০৪
জীবিকা ও সম্মান লাভের আমল	১০৫
কার্যপ্রাপ্তির আমল	১০৫

www.banglakitab.weebly.com

বিষয় পৃষ্ঠা

কারামুক্তির আমল ১০৬
যালিমের অত্যাচার থেকে মুক্তির আমল ১০৬
দোকান, বাগান ও বাড়ি আবাদীর আমল ১০৬
গায়েবের খবর জানার আমল ১০৭
দুশমন নিপাতের আমল ১০৮
শিশুর বদনযর ও কান্না নিবারণের আমল ১০৮
পা-ব্যথা ও বদনযর ইত্যাদির তদবীর ১০৮
বিচ্ছুর ভয় নিবারণের তদবীর ১০৯
পোকা, ইঁদুর ও টিড্ডি দূর করার তদবীর ১০৯
বরকত ও বিপদ মুক্তির আমল ১০৯
স্ত্রীলোকের দুধ বৃদ্ধির আমল ১১০
সম্মান ও জীবিকার আমল ১১০
জানমালের হিফাযতের আমল ১১০
সম্মান প্রতিপত্তি লাভের আমল ১১০
বাগান ও দোকানের উন্নতির আমল ১১১
বাগান, খেত ও সভার অনিষ্ট সাধন করার আমল ১১১
তীরের নিশানা ১১১
ভয় দরকার আমল ১১১
ভূতের আছর নষ্ট করার আমল ১১২
সর্ব রোগের শান্তির আমল ১১২
চিন্তা-ভাবনা দূর করার আমল ১১২
ঋণ এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল ১১৩
অপূর্ব শান্তি ১১৩

চতুর্থ অধ্যায়

বিস্‌মিল্লাহর বৈশিষ্ট্য : মাথা ব্যথা উপশম ১১৪
জ্বর উপশম ১১৪
সূরা ফাতিহার আমল ১১৪
সূরা ফাতিহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ১১৪
সূরা ইয়াসীনের ফযিলত ও আমল ১১৫
আয়াতুল কুরসীর ফযিলত ১১৬
সুখে দিন যাপনের আমল ১১৬
কানের পোকা বের করার তদবীর ১১৬
মাকছুদ হাসিল ১১৬
নতুন জীবিকা ও সম্মান লাভের আমল ১১৬
সূরা ইখলাসের ফযিলত ১১৬

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
কয়েকটি সূরার ফযিলত	১১৭
অপূর্ব শক্তির তদবীর	১১৮
স্বপ্নদোষ দূর করার আমল	১১৮
সুখ নিদ্রার তদবীর	১১৮
শয়তান থেকে আত্মরক্ষার আমল	১১৮
বিশিষ্ট রক্ষকবচ	১১৯
শত্রুর ওপর জয়লাভের আমল	১১৯
বদনযরের আমল	১১৯
শত্রু দমনের আমল	১২০
মসিবত থেকে উদ্ধারের আমল	১২০
ভয় দূর করার আমল	১২০
অদৃশ্য হওয়া	১২২
হারানো জিনিস পাওয়ার আমল	১২২
চোর সনাক্ত করার উপায়	১২২
চোর সনাক্ত করার অন্য উপায়	১২৩
পলায়নের অভ্যাস দূর করার তদবীর	১২৩
অন্য উপায়	১২৩
মাথা ব্যথা দূর করার আমল	১২৪
আধ মাথায় ব্যথার তদবীর	১২৪
বুক ব্যথার আমল	১২৪
নাক থেকে রক্ত পড়া বন্ধের তদবীর	১২৪
দাঁত ব্যথার তদবীর	১২৫
দাঁত ব্যথার বিশেষ তদবীর ও আমল	১২৫
দাঁতের অন্য তদবীর	১২৫
চোখ ওঠার তাবীজ	১২৬
নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধের তদবীর	১২৬
সুখ বৃদ্ধি করার আমল	১২৭
গর্ভবতী হওয়ার আমল	১২৭
গর্ভধারণ করার তাবীজ	১২৭
গর্ভ হবার লবঙ্গ পড়া	১২৮
গর্ভরক্ষা	১২৮
গর্ভ রক্ষার তাবীজ	১২৯
নেক সন্তান লাভের আমল	১২৯
স্ত্রী-সহবাসে সক্ষমতার আমল	১২৯
বিলম্বে বীর্যপাত হওয়ার তদবীর	১২৯
ক্লীবত্ব বিনাশ	১৩০
ভূতের আছর	১৩০
অন্য তদবীর	১৩০
আছরের অন্য তদবীর	১৩১

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

আছরের অন্য তদবীর...............................১৩১
দাদ দূর করার তদবীর...............................১৩২
এরকুন্নাসা...............................১৩২
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির তদবীর...............................১৩২
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল...............................১৩৩
অন্য আরো একটি...............................১৩৩
অতিবৃষ্টি দূর করার আমল...............................১৩৩
খেত থেকে ইঁদুর প্রভৃতি দূরীকরণের তদবীর...............................১৩৪
পশু-পাখি থেকে খেত রক্ষার তদবীর...............................১৩৪
সাপ-বিচ্ছু, পিপীলিকা প্রভৃতি অনিষ্টকর জীব দূর করার তদবীর...১৩৫
যাদু দূর করার তদবীর...............................১৩৬
যাদুর নষ্ট করার অন্য তদবীর...............................১৩৭
আর একটি তদবীর...............................১৩৭
বৃষ্টি হওয়ার আমল...............................১৩৭
আধমরা গাছের ফল পাওয়ার তদবীর...............................১৩৭
মাকসুদ হাসিলের আমল...............................১৩৮
মাকসুদ হাসিলের জন্য খাজা খিযির আ.-এর নামায...............................১৪১
মনের বিশুদ্ধতার আমল...............................১৪২
ভূত দূর করার আমল...............................১৪৩
অন্য আমল...............................১৪৩
কুষ্ঠরোগের তদবীর...............................১৪৪
খুজলি প্রভৃতির তদবীর...............................১৪৪
দাদ দূর করার তদবীর...............................১৪৪
পাথরি রোগের তদবীর...............................১৪৫
পাথরির অন্য তদবীর...............................১৪৫
প্রস্রাব-পায়খানা বন্ধ হলে...............................১৪৫
তাওবার তাওফীক দানের আমল...............................১৪৬
মাকসুদ হাসিলের জন্য কোরআন খতমের নিয়ম...............................১৪৬
কৃপণতা দূর করার আমল...............................১৪৬
মদপান ত্যাগ ও তওবা করার আমল...............................১৪৭
প্রেম রোগের তদবীর...............................১৪৭
মিথ্যার অভ্যাস দূর করার আমল...............................১৪৮
ইল্ম, নামায ও নেক আমল...............................১৪৮
শিশুর কাঁদা দূর করার আমল...............................১৪৮
রিযক বৃদ্ধির আমল ও তদবীর...............................১৪৯
পাগলা কুকুরের বিষ দূর করার তদবীর...............................১৪৯
বসন্ত রোগের তদবীর...............................১৪৯
বাড়ী বন্ধ করার নিয়ম ও তদবীর...............................১৪৯
নিরাপদে সন্তান প্রসব হওয়ার আমল...............................১৫০
পুত্র-সন্তান লাভের তদবীর...............................১৫০
যার সন্তান বাঁচে না...............................১৫১
আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি গুণবাচক নামসমূহ...............................১৫২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামসমূহ...............................১৫৮

www.banglakitab.weebly.com

প্রসঙ্গ কথা

'আমলে কোরআনী' হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী রহ. রচিত একটি আমালিয়াতের কিতাব। এতে মানবজীবনের অজস্র সমস্যার কুরআনিক সমাধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা ও সাওয়াব অশেষ। এর একটি হরফের বদৌলতে কমপক্ষে দশ নেকির কথা বলা হয়েছে। হাদীসে এরশাদ হয়েছে—কোরআন তিলাওয়াত হল উত্তম যিকির। তাছাড়া বুযুর্গানে দ্বীনের বহু নির্ভরযোগ্য কিতাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সূরার আমল দ্বারা পার্থিব জীবনের অন্তহীন সমস্যা হতে নাজাত ও উন্নতির আমল উল্লেখ করা হয়েছে। হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী রহ. রচিত এমনই একটি প্রামাণিক কিতাব **'আমলে কোরআনী'**।

এটা মানবজীবনের সব ধরনের বালা-মুছিবত ও রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রুজী-রোজগারে বরকত, মামলা-মোকাদ্দমায় জয়লাভ, শত্রু ও হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হতে নিরাপত্তা, চোর-ডাকাতের উপদ্রব ও কীট-পতঙ্গের অনিষ্ট নিবারণ, জ্বিন-ভূতের আসর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে কুরআনের আয়াত দ্বারা আমলের এক অনন্য নির্ভরযোগ্য কিতাব।

মোটকথা, মানুষের পার্থিবজীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গণে যত ধরনের সমস্যা এবং উন্নতির যত বিভাগ হতে পারে এর অধিকাংশেরই কোরআনী আমলের দ্বারা সমাধানের আশা করছি, পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে আমল করলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। মূল কিতাবটি উর্দু ভাষায় লিখিত। আমরা এর সরল বঙ্গানুবাদ করেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কিতাবের ধারা ও বিন্যাস সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমীন।

বিনীত—

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম

www.banglakitab.weebly.com

প্রথম অধ্যায়

ফল-ফলাদি সুমিষ্ট হওয়ার আমল

فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ.

এ আয়াত অর্থাৎ সূরা বাকারা, আয়াত, ৭১ পড়ে যদি ফল কাটে তা ইনশাআল্লাহ অত্যন্ত সুমিষ্ট ও সুস্বাদু এবং বরকতময় হবে।

কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

যদি কারো প্রতি কর্তৃপক্ষ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে এ আয়াত সূরা [বাকারা, আয়াত-১৩৭] পড়বে অথবা লিখে বাহুর সাথে বেঁধে রাখবে, ইনশাআল্লাহ কর্তৃপক্ষ তার প্রতি নমনীয় হয়ে যাবে।

যদি কোন জিনিস হারিয়ে যায়

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

কেউ যদি এ আয়াত পাঠ করে তাহলে হয়তো হারানো বস্তুটি পেয়ে যাবে বা এর চেয়ে উত্তম জিনিস পাবে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৬)

যদি স্ত্রীর প্রতি স্বামী অসন্তুষ্ট থাকে

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ.

স্ত্রীর প্রতি স্বামী নারাজ ও অসন্তুষ্ট থাকলে কোনো মিষ্টি দ্রব্যে এ [সূরা বাকারা, আয়াত-১৬৫] দম করে খাওয়ালে, ইনশাআল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর প্রতি রাজি-খুশি থাকবে। কিন্তু এ আয়াত কোনো নাজায়েয কাজে ব্যবহার করলে উপকার সাধন হবে না বরং পাপের ভাগী হবে।

www.banglakitab.weebly.com

কর্তৃপক্ষের ক্ষোভ দূর করার আমল

كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۔

কর্তৃপক্ষ যার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত, সে এ আয়াত [সূরা বাকারা, আয়াত-১৬৫] তিনবার পড়ে নিজের শরীরে দম করে তার সামনে যাবে, ইনশাআল্লাহ কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি লাভ হবে।

শয়তান দূর করার আমল

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۔

যে প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসি [সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৫] পড়ে, ইনশাআল্লাহ তার কাছে শয়তান আসবে না। কেননা, শয়তান স্বীকার করেছে যে, যে আয়াতুল কুরসি তিলাওয়াত করবে, আমি তার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করি।

চুরি অথবা বিপদাপদ থেকে বাঁচার আমল

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ۔ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوْ

www.banglakitab.weebly.com

أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

এ আয়াত [সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৫-২৮৬] তিলাওয়াত করে যে ঘুমাবে, ইনশাআল্লাহ চোর ও অন্যান্য বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

ইসমে আযমের ফযিলত

হাদীসে উল্লেখ বলা হয়েছে ঃ

الٓمٓ۔ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔

এ আয়াতের মধ্যে 'ইসমে আযম' রয়েছে। (সূরা আলে-ইমরা, আয়াত ঃ ১-২)

ঈমানী অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার আমল

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

প্রত্যেক নামাযের পর এ আয়াত পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হবে। (সূরা আলে-আমরান, আয়াত ঃ ৮)

ঋণ থেকে পরিত্রাণের আমল

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ভোরে সাতবার ও সন্ধ্যায় সাতবার করে এ আয়াত পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় ঋণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ২৬)

সুসন্তান লাভের আমল

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔

www.banglakitab.weebly.com

সর্বদা এ আয়াত পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় নেক সন্তান জন্মলাভ করবে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৩৮)

অশান্ত পশুকে শান্ত করার আমল

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ۔

যদি ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশু আরোহনের সময় অবাধ্য হয়, তাহলে এ আয়াত তিনবার পাঠ করে তার কানে ফুঁক দেবে। আল্লাহর ইচ্ছায় তখন পশুটি শান্ত হয়ে যাবে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৮৩)

রুজী-রোজগারে সফলতা লাভের আমল

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَ طَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۔

এ আয়াতটি চাঁদের প্রথম জুমুআর দিন থেকে আরম্ভ করে চল্লিশ জুমুআ পর্যন্ত মাগরিবের পর এগার অথবা বার করে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ তাতে সফলতা লাভ হবে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৫৪)

وَ لَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۔

www.banglakitab.weebly.com

প্রতিদিন এ আয়াতটি কাগজে লিখে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। ইনশাআল্লাহ রুজী-রোজগারে সফলতা লাভ করবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১০)

বালা-মসিবতে পতিত হলে

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

এ আয়াতটি বেশি পরিমাণে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ বালা-মসিবত দূর হয়ে যাবে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৭৩)

দু'আ কবুল হওয়ার আমল

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي
الْاَلْبَابِ ـ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ
يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۖ
وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ
اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ
تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ۖ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا
لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ـ لَا يَغُرَّنَّكَ
تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ـ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۟ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَ

www.banglakitab.weebly.com

بِئْسَ الْمِهَادُ۔ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ۔

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ

اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰۤئِكَ لَهُمْ

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৯০-২০০)

হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম সা. তাহাজ্জুদের নামাযের পর এ আয়াতগুলো পাঠ করতেন। অতএব, অনুরূপভাবে উল্লেখিত আয়াতগুলো পাঠ করে দু'আ করলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তা কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আমল

কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তার মহর বাবদ কিছু টাকা-পয়সা দেবে। স্ত্রী এ টাকা পুনরায় তার স্বামীকে দান করবে। এ টাকা দ্বারা মধু কিনে তাতে সামান্য পানি মিশিয়ে যে কোন রোগীকে খাওয়াবে, আল্লাহর ইচ্ছায় সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে। এটা অত্যন্ত পরীক্ষিত আমল।

যুলুম থেকে মুক্তি লাভের আমল

رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ

وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا۔ (সূরা নিসা ঃ আয়াত-৭৫)

কোন অত্যাচারী ও দুষ্ট লোকের কাছে আবদ্ধ হলে এবং মুক্তির কোন উপায় না দেখলে এ আয়াত বেশি পরিমাণে পড়বে এবং আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত করুণভাবে মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন করবে।

মহব্বত সৃষ্টির আমল

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۔

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াত পড়ে চিনি অথবা অন্য কোন মিষ্টি জাতীয় খাদ্য বস্তুর ওপর ফুঁক দিয়ে কাউকে খাওয়ালে অত্যন্ত মহব্বত সৃষ্টি হবে। (সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ৫৪)

উদ্দেশ্য সাধনের আমল

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ءَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

এ আয়াতে الله শব্দটি পাশাপাশি দু'বার উল্লেখ রয়েছে। এ দু'টি শব্দের মাঝে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দু'আ করলে অবশ্যই তা কবুল হয়। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১২৪)।

গোনাহ থেকে পরিত্রাণ লাভের আমল

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔

প্রত্যেক নামাযের পরে এ আয়াত পড়ে দু'আ করলে মহান আল্লাহ গোনাহ মাফ করে থাকেন। কেননা, এ দু'আর বরকতে হযরত আদম আ.-এর দু'আ কবুল হয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ২৩)

জ্বর থেকে আরোগ্য লাভের আমল

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ۔

এ আয়াত পাঠ করে জ্বরাক্রান্ত রোগীকে ফুঁক দেয়া হলে বা চীনা তস্তরিতে লিখে ধুয়ে খাওয়ালে আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভের আশা করা যায়। (সূরা আরাফ, আয়াত ঃ ২০১)

ভয় দূর করার আমল

وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ۔

যার হৃদয়ে দুর্বলতার কারণে অহেতুক ভয়ের উদয় হয়, এ আয়াতের তাবীজ করে তার গলায় এরূপে বাঁধবে, যেন তাবীজটি হৃদয়ের ওপরে

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

থাকে। তাগা প্রভৃতি দ্বারা বেঁধে দেবে যেন নাড়াচাড়া করতে না পারে, ইনশাআল্লাহ ভয় দূর হয়ে যাবে। এটা বহু পরীক্ষিত আমল।

(সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ১১)।

ব্যবসায় উন্নতির আমল

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ
وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ
الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۔

এ আয়াত লিখে ব্যবসায়ের মালের মধ্যে রাখলে মালের ঘাটতি দূর হবে ও ব্যবসায়ে উন্নতি হবে। (সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১১১)

নবীর শাফায়াত লাভের আমল

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۔

প্রত্যেক নামাযের পর এ আয়াত দুটি একবার করে পড়লে আল্লাহর রহমতে সে হাশরের দিন রাসূলুল্লাহ সা.-এর শাফায়াত লাভ করবে। কোন বালা-মসিবতের জন্যও এটা পড়লে তা দূর হয়। (সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১২৮-১২৯)

সুখ নিদ্রার আমল

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۔

কারো দুঃস্বপ্ন দেখার অভ্যাস থাকলে এ আয়াত তাবীজে লিখে গলায় বাঁধবে এবং প্রতিদিন নিয়মিত তা পড়ে শুয়ে যাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এ অভ্যাস শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে। অনেক স্থানে এটা পরীক্ষিত হয়েছে।

(সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৬৪)

www.banglakitab.weebly.com

যাদুর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার আমল

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ۔

কারো ওপর যাদু করার সন্দেহ হলে এ আয়াতগুলো লিখে তাবীজরূপে গলায় বেঁধে বা তস্তরিতে লিখে ধুয়ে খাওয়াবে, ইনশাআল্লাহ যাদু দূর হয়ে যাবে। এটা বহু পরীক্ষিত আমল। (সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৮১-৮২)

নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদিতে আরোহন অবস্থায় আমল

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

এ আয়াত পাঠ করে বের হলে ইনশাআল্লাহ রাস্তায় সব রকম বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে। (সূরা হুদ, আয়াত ঃ ৪১)

কর্মচারী অবাধ্য হলে

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

কোন কর্মচারী অবাধ্য হলে তার সামনের চুলগুলো শক্তভাবে ধরে তিনবার এ আয়াত পাঠ করে তার ওপর ফুঁক দেবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সে অত্যন্ত অনুগত হবে। (সূরা হুদ, আয়াত ঃ ৫৬)

মনের শান্তনা লাভের আমল

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ۔

এ আয়াত প্রত্যেক নামাযের পর এগার বার করে পাঠ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় মন শান্ত থাকবে। (সূরা হুদ, আয়াত ঃ ১১২)

দুশমনের ভয় দূর করার আমল

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ۔

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াত বেশি পরিমাণ পড়তে থাকবে; তাতে শত্রুর শত্রুতা ও সব রকম বালা-মসিবতের ভয় দূর হয়ে যাবে, সব রকম মুশকিল আসান হবে।
(সূরা ইউছুফ, আয়াত ঃ ৬৪)

কোন স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হয়ে যাবার যদি আশংকা হয়

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ۔

এ আয়াতটি লিখে তার তলপেটে বেঁধে দেবে; ইনশাআল্লাহ গর্ভ নষ্ট হওয়ার আর কোন প্রকার আশংকাই থাকবে না। (সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ৮)

মেঘ গর্জনের সময় পাঠ করার আমল

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ

বিদ্যুৎ চমকালে ও মেঘ গর্জনকালে এ আয়াত পড়তে হয়। ইনশাআল্লাহ তাতে বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা যায়। (সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ১৩)

বিদেশে সম্মান লাভের আমল

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا۔

এ আয়াত বিদেশে ভ্রমণের সময় বা বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সময় পড়লে লোক সমাজে খুবই সম্মান লাভ হয়। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮০)

সব রকম রোগ ও বেদনার আমল

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۭ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا۔

এ আয়াত রোগ ও বেদনার স্থানে হাত রেখে তিনবার পাঠ করে ফুঁক দেবে; ইনশাআল্লাহ সহসাই আরোগ্য হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ১০৫)

কুকুর বা হিংস্র জাতীয় প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার আমল

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ۔

www.banglakitab.weebly.com

রাস্তায় কুকুর, বাঘ বা হিংস্র জাতীয় প্রাণী ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হলে এ আয়াত পাঠ করবে। এতে ইনশাআল্লাহ সবরকম হিংস্র জন্তুর আক্রমণ প্রতিহত হবে। (সূরা কাহফ, আয়াত ঃ ১৮)

অন্তরে নূর সৃষ্টি লাভের আমল

প্রত্যেক জুমুআর দিনে সূরা কাহাফ (পারা ১৫) তিলাওয়াত করলে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত অন্তরে নূর অনুভূত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ـ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ـ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ـ وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ـ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ـ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ـ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ وَ اِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ـ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ـ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ـ

প্রতিদিন সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। (সূরা কাহাফ, আয়াত ঃ ১-১০)

ইলমের উন্নতি ও মেধাশক্তি বৃদ্ধির আমল

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ـ وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ـ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ـ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

www.banglakitab.weebly.com

ফজরের পর প্রত্যেক দিন এ আয়াত ২১ বার করে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ মেধাশক্তি বৃদ্ধি পাবে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ঃ ২৫-২৮)

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا - (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ঃ ১১৪) এ আয়াত প্রত্যেক নামাযের পর যতবার পারা যায় পাঠ করবে তাতেও ইনশাআল্লাহ সুফল লাভের আশা করা যায়।

শয়তানের ওসওয়াসা নষ্ট করার আমল

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى۔

এ আয়াত তিনবার পাঠ করে মাটি দিলে তার 'হামযাদ' শয়তানও সাথে সাথে দাফন হয়ে যায়। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ঃ ৫৫)

বালা-মুসিবত থেকে মুক্তির আমল

رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ۔

এ আয়াত পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ বালা-মুসিবত থেকে উদ্ধার বা পরিত্রাণ লাভ করা যায়। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৮৩)

নিঃসন্তানীদের সন্তান লাভের আমল

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ۔

প্রত্যেক নামাযের পর এ আয়াতটি তিনবার পড়তে হয়। এর বরকতে নিঃসন্তানীদের সন্তান লাভ হয়। এ আমলের বরকতে হযরত যাকারিয়া আ.-এর বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীর পুত্র সন্তান জন্মেছিল।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৮৯)

শয়তানের কুপ্রভাব দূর করার আমল

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ۔ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ۔

এ আয়াত বেশি পরিমাণে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের কুপ্রভাব দূর হয়। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ঃ ৯৭-৯৮)

www.banglakitab.weebly.com

ভূত ও জ্বীনের আছর দূর করার আমল

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ . فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ . وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ . وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ .

কারো ওপর জ্বীন বা ভূতের আছর হলে উল্লিখিত আয়াতগুলো তিনবার পাঠ করে তার মুখে পানির ছিটা দেবে কানের ভেতর ফুঁক দেবে, আল্লাহর ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ জ্বীন-ভূত পলায়ন করবে। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ঃ ১১৫-১১৮)

বিষ নষ্ট করার আমল

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ .

সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত জীবে দংশন করলে দংশিত স্থানের আঙ্গুল ঘুরাতে ঘুরাতে এক শ্বাসে এ আয়াত সাতবার পড়ে এতে ফুঁক দেবে; ইনশাআল্লাহ এর বরকতে বিষ নষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা শো'য়ারা, আয়াত ঃ ১৩০)

দ্বীনদার স্ত্রী-পুত্র লাভের আমল

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

একবার করে প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আ পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ স্ত্রীর সন্তান নেককার ও দ্বীনদার হয়ে থাকে। (সূরা ফুরকান, আয়াত ঃ ৭৪)

পিপীলিকা দূর করার আমল

يٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ .

কোন স্থানে পিপীলিকার আধিক্য হলে এ আয়াত লিখে পিপীলিকার গর্তের ছিদ্রের কাছে রেখে দেবে। এরূপ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় সমস্ত পিপীলিকা গর্তে প্রবেশ করবে অথবা সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। (সূরা নমল, আয়াত ঃ ১৮)

www.banglakitab.weebly.com

নিরুদ্দেশের সন্ধান লাভের আমল

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ

لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

(১) যদি কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এ আয়াত লিখে চরখার ওপর বেঁধে এবং প্রতিদিন ৭ বার করে ৪০ দিন চরখাটি উল্টা ঘুরাবে; ইনশাআল্লাহ এ আমলের বরকতে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি ফিরে আসবে।

(সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ১৩)

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ

(২) দুই রাকাত নফল নামায পড়ে এ আয়াতটি ১১১ বার করে চল্লিশ দিন পড়লে আল্লাহর ইচ্ছায় নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি বাড়িতে ফিরে আসবে।

(সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৮৫)

নামায কবুল হওয়ার আমল

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ۔

এ আয়াতের অর্থের প্রতি চিন্তা-গবেষণা করে আলেম সমাজ বলেছেন, নামাযের পর তিনবার কলেমা তৈয়্যেবা পড়লে নামায কবুল হয়ে থাকে। (সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ১০)।

প্লীহা দূর করার আমল

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَ لَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا

مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا۔

এ আয়াত এক খণ্ড কাগজে তাবীজ রূপে লিখে প্লীহার ওপর বেঁধে রাখলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরামবোধ হয়। (সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ৪১)

সর্বরোগ দূর করার আমল/আয়াতে শিফা

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۔ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۔ يَخْرُجُ مِنْ

بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا

www.banglakitab.weebly.com

هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ـ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ـ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ

اٰمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ ـ

এ আয়াতগুলোকে "আয়াতে শিফা" বলা হয়। এগুলোর বরকতে আল্লাহ সব রকম রোগ দূর করে থাকেন। চীনা মাটির তস্তরিতে গোলাব ও জাফরান দ্বারা লিখে ধুয়ে রোগীকে খাওয়ালে বা লিখে তাবীজরূপে গলায় বেঁধে দেয়া হলে যত কঠিন রোগই হোক না কেন, ইনশাআল্লাহ এতে নিরাময় হবেই।

হাকীম বা কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভের আমল

কারো ওপর হাকীম বা কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্টি ও রাগান্বিত হলে এবং কাছে যেতে যদি ভয় হয়, তাহলে প্রথমে তিনবার بِسْمِ اللهِ পড়বে, পরে كهيعص পড়বে এবং এক একটি হরফ পড়ার সময় ডান হাতের এক একটি আঙ্গুল বন্ধ করবে। এরপর حمعسق পড়বে, এভাবে এ একটি হরফ পড়ার সময় বাম হাতের এক একটি আঙ্গুল বন্ধ করবে। বন্ধ করার সময় ছোট আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করতে হয়। মুষ্টি বন্ধ রেখেই হাকীম বা কর্তৃপক্ষের কাছে চলে যাবে। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে উভয় হাতের মুষ্টি খুলে দেবে। ইনশাআল্লাহ এতে হাকীম বা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন।

রিযক বৃদ্ধির আমল

اَللهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ـ

এ আয়াত নামাযের পর নিবিষ্ট মনে অনেকক্ষণ বসে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ এতে রিয্ক বৃদ্ধি হয়।

প্রতি রাতে ঘুমানোর সময় একবার করে সূরা ওয়াকিয়া (পারা ২৭) পড়বে। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, যে এ নিয়ম পালন করবে তার আর অনাহারে কষ্ট হবে না। (সূরা শূরা, আয়াত ঃ ১৯)

যানবাহনে আরোহনের নিয়ম ও আমল

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ـ

এ আয়াত যে কোন যানবাহনে আরোহনের সময় পড়লে সমস্ত বিপদাপদ থেকে ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকা যায়। (সূরা যুখরুফ, আয়াত ঃ ১৪)

www.banglakitab.weebly.com

জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি লাভের আমল

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত حٰمٓ বিশিষ্ট সাতটি আয়াত পড়তে থাকে, তার জন্য জাহান্নামের সব দরজাই বন্ধ হয়ে যায়।

حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ حٰمٓ عٓسٓقٓ ـ حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ـ حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۙ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ـ حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَلِيْمِ ـ حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ

দৃষ্টিশক্তি রক্ষার আমল

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآئَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

এ আয়াত প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার পড়ে আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখে লাগাবে। ইনশাআল্লাহ তাতে দৃষ্টিশক্তি থাকবে। আর দৃষ্টিশক্তি কম হলে বৃদ্ধি পাবে। (সূরা ক্বাফ, আয়াত ঃ ২২)

নিঃসন্তানের সন্তান লাভের আমল

কারো সন্তান না হলে, প্রতিদিন দুটি ডিম সিদ্ধ করবে এবং ডিমগুলো খোসা ছড়িয়ে একটির ওপর লিখবে—

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ـ

অপরটিতে লিখবে—

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ـ

প্রথম ডিমটি পুরুষ, দ্বিতীয়টি স্ত্রী খাবে। এ আমল একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত করবে এবং এ দিনগুলোতে সহবাসও করতে থাকবে। আল্লাহর ইচ্ছায় ইতোমধ্যেই স্ত্রীর গর্ভধারণ হবে। (সূরা যারিয়াত, আয়াত ঃ ৪৭-৪৮)

www.banglakitab.weebly.com

মাথা ব্যথা দূর করার আমল

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ۔

তিনবার এ আয়াত পড়ে মাথায় দম করলে ইনশাআল্লাহ সহসাই আরাম বোধ হবে। (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ঃ ১৯)

হাশরে মুখ উজ্জ্বল হওয়ার আমল

হাশরের দিন উজ্জ্বল মুখ নিয়ে ওঠতে ইচ্ছা করলে প্রত্যেক নামাযের পর اِنَّهُ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ এগার বার পড়ে আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে আঙ্গুলটি কপালে মর্দন করবে। ইনশাআল্লাহ এর সুফল হাশরে লাভ হবে।

ইসমে আযমের মহাত্ম বা ফযিলত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۔

এ আয়াতে ইসমে আযম আছে। কেউ যদি তা সকালে সাতবার পাঠ করে, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকেন। ফলে দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হলে শাহদাতের মর্যাদা লাভ হবে। আর যদি সন্ধ্যার সময় পড়ে, তাহলে প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য দু'আ করবেন, আর এ রাতে মৃত্যু হলেও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে।

(সূরা হাশর, আয়াত ঃ ২২)

কবরের আযাব থেকে মুক্তির আমল

হাদীসে উল্লেখ আছে, প্রতিদিন একবার করে 'সূরা মূলক' (পারা ২৯) তিলাওয়াত করলে আল্লাহর ইচ্ছায় কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

বদনযর থেকে বাঁচার আমল

وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ۔ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ۔

হযরত হাসান বসরী র. বলেছেন, নিচের আয়াত দুটি (পাঠ করা) বদ-নযরের জন্য খুবই ফলদায়ক। (সূরা ক্বলম, আয়াত ঃ ৫১-৫২)

দুঃখ-কষ্ট দূর করার আমল

হযরত হাসান বসরীর কাছে একবার কতগুলো লোক এসেছিল। তাদের কেউ অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানায়, কেউবা সন্তান না হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। প্রত্যেকেই এরূপ নিজ নিজ দুঃখের অভিযোগ জানিয়ে তা দূর হওয়ার তদবীর জিজ্ঞেস করে। হাসান বসরী র. প্রত্যেককেই তাওবা করার পরামর্শ দেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, হুযূর! সকলকে তাওবা করতে বললেন, এর কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে, তাওবা করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি, সন্তান ও ধন-সম্পদ দিয়ে থাকেন। (সূরা নূহ, আয়াত ঃ ১০-১২)

যেমন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۖ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ـ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ـ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমার আবেদন জানাও, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। / র ওপর তিনি মুষলধারে বৃষ্টি প্রবাহিত করবেন, তোমাদেরকে ম্পদ ও সন্তানাদি দান করে তোমাদের সহায়তা করবেন। (জন্য বাগানসমূহ এবং পানির নহরসমূহ দেবেন।

সহজে সন্তান প্রসব হওয়ার আমল

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ـ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ وَاِذَا الْاَرْضُ اَلْقَتْ

مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ

ন্তান প্রসব হওয়ার জন্য এ আয়াত তাবীজ রূপে লিখে বাম রানে ব , কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ামাত্রই খুলে ফেলতে হবে।

(সূরা ইনশিকাক, আয়াত ঃ ১-৪)

কয়েকটি বিশিষ্ট সূরার ফযিলত

সূরা নূহ ঃ রাতে ঘুমানোর সময় তা পাঠ করলে স্বপ্নদোষ হয় না।

সূরা জ্বীন ঃ কারো ওপর জ্বীনের আসর হলে সূরা জ্বীন পড়ে ঝাড়লে বা তাবীজরূপে গলায় বাঁধলে ইনশাআল্লাহ আসর দূর হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

সূরা মুযযাম্মিল ঃ এ সূরা পাঠে রুজী-রোজগার বৃদ্ধি পায়। এটা পাঠ করার বিশেষ নিয়ম হল যে, দিন-রাতের মধ্যে একটি সময় নির্দিষ্ট করে নেবে। সে নির্দিষ্ট সময়ে প্রথমে এগারবার দরূদ পড়ে এগার শত এগারবার يَامُغْنِيُّ পড়বে, পরে এগারবার সূরা মুযযাম্মিল পাঠ করে পুনরায় এগারবার দরূদ পড়বে। চল্লিশ দিন এ নিয়ম পালন করলে নানাদিক দিয়ে ইনশাআল্লাহ রুজীর পথ সুগম হয়।

সূরা কদর ঃ ওযূর পর আসমানের দিকে দৃষ্টি করে একবার সূরা কদর (ইন্না আনযালনা) পড়লে ইনশাআল্লাহ কখনো পাঠকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয় না।

সূরা যিলযাল ঃ হাদীসে বলা হয়েছে একবার যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে সে অর্ধ কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পায়।

সূরা তাকাসুর ঃ কবর যিয়ারতকালে এ সূরা পড়া সুন্নাত।

সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস ঃ রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের ও মাগরিবের সুন্নাতের প্রথম রাকাআত قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ পাঠ করতেন।

হাদীসে বলা হয়েছে, সূরা ইখলাস (ওযূ সহকারে) একবার পাঠ করলে এক-তৃতীয়াংশ কোরআন পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়।

সূরা ফাতিহা ঃ এ সূরা পাঠ করে ঝাড়লে বা পাঠ করে পানিতে ফুঁক দেয়া হলে বা লিখে ধুয়ে খাওয়ালে সব ধরনের রোগের উপকার সাধন হয়।

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি উপকারী তাবীজ

বসন্ত থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

নিম্নলিখিত তাবীজ লিখে গলায় বেঁধে রাখবে এবং তাবীজ গ্রহণকারী কিছু টাকা-পয়সা দান করে দেবে। ইনশাআল্লাহ সুফল পাওয়া যাবে।

يا حافظ	ياحفيظ
الله شافى	الله كافى

আমার আব্বাজান বলেন, বসন্ত দেখা দিলে নীল বর্ণের মোটা সূতা নিয়ে তাতে সূরা আর-রহমান (২৭ পারা) পড়বে, যতবার فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পড়বে ততবার সূতায় ফুঁক দিয়ে একটি করে গিরা দেবে। এভাবে গিরা দেয়া শেষ হলে তা বসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির গলায় বেঁধে দেবে। ইনশাআল্লাহ বসন্ত ভাল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে দেশে বসন্ত রোগ মহামারি আকারে দেখা দিলে উল্লিখিত নিয়মে সূতা পড়ে সুস্থ ব্যক্তির গলায় বা হাতে বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ সে বসন্তে আক্রান্ত হবে না।

কলেরা থেকে রক্ষার আমল

নিচের তাবীজ লিখে বাজুতে বেঁধে রাখবে এবং কিছু টাকা-পয়সা দান-খয়রাত করে দেবে। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে সুফল লাভ হবে।

الهی بحرمت حضرت شیخ محمد صادق اکابر اولیا ولد حضرت

شیخ احمد سرهندی مجدد الف ثانی رضی الله عنهما الله

شافی از شر بلاء والگهدار الله کافی.

শত্রুতা বিচ্ছেদের আমল

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

www.banglakitab.weebly.com

দুই ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে এ আয়াত ভোজপত্রে লিখে এর নীচে এ নকশা লিখবে, এরপর এ এবারতটি লিখবে—'অমুক ও অমুকের মধ্যে শত্রুতা ও বিচ্ছেদ হোক'। (সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ৬৪)

'অমুক' শব্দের স্থলে উভয়ের নাম লিখে দেবে। লিখার পর একে তাবীজরূপে তৈরি করে দুটি পুরাতন কবরের মধ্যে পুঁতে রাখবে।[১]

সন্তানের বলা-মসিবত দূর করার আমল

নিচের আয়াত মাদুলীতে পুরে মোম দ্বারা মুখ বন্ধ করে সন্তানের গলায় বাঁধলে সন্তান বালা-মুসীবত থেকে ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ بِسْمِ اللهِ خَيْرُ الْاَسْمَاءِ بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسْمِ اللهِ الَّذِیْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ـ

অর্শ রোগ দূর করার আমল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يَا رَحِيْمَ كُلِّ صَرِيْخٍ وَمَكْرُوْبٍ يَا رَحِيْمُ ـ صَلَّى اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

"মা'মূলাতে মাযহারী" কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, রবিবার বা শুক্রবারে এ দু'আটি লিখে কোমরে বাঁধলে অর্শ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

পাগলা কুকুরে কামড়ালে এর আমল

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ـ وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا ـ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

এ আয়াত দুটি ৪০টি রুটির টুকরায় লিখে দৈনিক একটি করে ৪০ দিন রোগীকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ এরপর থেকে আর কোন ক্ষতির ভয় থাকবে না। (সূরা ত্বারিক, আয়াত ঃ ১৫-১৭)

---

১. মহব্বত ও দুশমনীর দু'আ তাবীজ শরীয়তে নিষিদ্ধ স্থলে ব্যবহার করতে নেই। অন্যথায় গোনাহগার হতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করে নেয়া উচিত যে, এ স্থলে ব্যবহার জায়েয কি-না?

www.banglakitab.weebly.com

ফোড়া-বাগী দূর করার আমল

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا ـ

এটা সাতবার পড়ে একটি মাটির টুকরায় ফুঁক দেবে এবং সামান্য থুথুও নিক্ষেপ করবে। পরে সে শুষ্ক মাটির টুকরা পেষণ করে ফোঁড়া-বাগীতে লাগাবে। কয়েক দিন এরূপ করলেই আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হবে।

জ্বরের তাবীজ

তিনদিন পর পর যে জ্বর হয় এর জন্য নিচের তাবীজ অত্যন্ত ফলদায়ক। নতুন পাতিলের দুটি চাঁড়ায় নিচের দুটি নকশা লিখবে এবং তিনবার شاهٌ شفاء كل بلا دفع পড়ে এতে ফুঁক দেবে।

একটি চাঁড়া ডান বাহুতে ও অন্যটি বাম বাহুতে বাঁধবে। তিনদিন পর্যন্ত প্রতিদিন ভোরে ডান হাতেরটি বাম হাতে এবং বাম হাতেরটি ডান হাতে বদলিয়ে বাঁধবে। ইনশাআল্লাহ এতে জ্বর দূর হয়ে যাবে।

নক্‌শা দুটি এই—

تے	الله شافى		تے
يت		الله شافى	يت

সন্তান লাভ করার আমল

وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ
لَّدُنْكَ وَلِيًّا ـ يَّرِثُنِیْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ـ
يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا ـ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ

www.banglakitab.weebly.com

مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا - قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْـًٔا - قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا - فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا - يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا - وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكٰوةً ؕ وَ كَانَ تَقِيًّا - وَّ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا - وَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا - (সূরা মারইয়াম, আয়াত ঃ ৫-১৫)

কোন মহিলার সন্তান না হলে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জুমুআর দিন রোযা রাখবে এবং চিনি, বাদাম ও রুটি দ্বারা ইফতার করবে; কিন্তু পানি একেবারেই পান করবে না। এ আয়াতগুলো কাঁচের পাত্রে এমন মধু দ্বারা লিখে যা আগুনে পাক করা হয় নাই। এরপর পবিত্র ও সুস্বাদু পানিতে ধুয়ে করে সাদা চানা বুটের ২২টি দানা এনে প্রত্যেকটিতে এ আয়াত পাঠ করবে এবং এ পানি হাড়িতে পুরে চানা বুটের দানাগুলো তাতে দিয়ে আগুনে চড়িয়ে ভালরূপে পাক করবে। এরপর ইশার নামায পড়ে একবার সূরা মারইয়াম তিলাওয়াত করবে এবং বুটের দানাগুলো খুব পরিপক্ক হলে পানি থেকে তা বের করে তাতে সামান্য পরিমাণ আঙ্গুরের রস মিশিয়ে দুই ভাগ করে এক ভাগ স্বামী ও অন্য ভাগ স্ত্রী খাবে। এরপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে স্ত্রী-পুরুষের কর্তব্য সমাধা করবে। ইনশাআল্লাহ সেদিনই গর্ভধারণ করবে এবং সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। তিনদিন এ নিয়ম পালন করলে সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

পদবী বা সম্মান লাভের আমল

وَ هُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا - فَكُلِيْ وَ اشْرَبِيْ وَ قَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا - (সূরা মারইয়াম, আয়াত ঃ ২৫-২৬)

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াতসমূহ রেশমী কাপড়ের টুকরায় মধু মিশিয়ে জাফরান দ্বারা লিখে তাবীজ বানিয়ে এরপর মোমের সাথে কুন্দুর[১] মিশিয়ে এর দ্বারা তাবীজটির মুখ বন্ধ করে ধারণ করবে। ইনশাআল্লাহ এতে সম্মান ও পদবীর উন্নতি হয়ে থাকে।

সূরা ত্ব-হা এর আমল ও বৈশিষ্ট্য

সূরা ত্ব-হা (পারা ১৬) লিখে সবুজ রেশমী কাপড়ে পেঁচিয়ে নিজের কাছে রাখবে। এটা সাথে রেখে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হলে অতি সহজেই মঞ্জুর হবে। সকলের সম্মানীত হবে ও হুকুম তামিল করবে। দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হলে এ ব্যক্তি তাদের মধ্যে আপোষ করাতে চাইলে উভয়পক্ষ বিনা বাক্যে তা মেনে নেবে। দুই দলের বিবাদে তাদের মধ্যে সন্ধি করাতে চাইলে তা সহজে পারবে, ইনশাআল্লাহ কেউই তাকে অমান্য বা অগ্রাহ্য করবে না। সকলেই তার বশীভূত থাকবে।

এ সূরা লিখে ধুয়ে পান করে কারো কাছে যাওয়া হলে উদ্দেশ্য হাসিল হবে। যে বালিকার বিবাহ হয় না, তাকে এ ধুয়া পানি দ্বারা গোসল করালে শীঘ্রই বিবাহ হবে।

ফোঁড়া-বাগী আরামের তদবীর

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا۔ (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ঃ ১০৫-১০৭)

এ আয়াতগুলো কালি দ্বারা পবিত্র পাত্রে লিখে রওগনে বনফশা (এক প্রকার ঘাস থেকে তৈরি তেল; (হাকিমী দোকানে পাওয়া যায়) দ্বারা ধুয়ে মালিশ করলে ফোঁড়া-বাগী ইত্যাদি ধরনের রোগ আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য হয়।

বিভিন্ন ধরনের আশা-আকাঙ্খার আমল

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ
لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۭ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى۔ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ
عَلَيْهَا ۭ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى۔

---

[১]. এক প্রকার আঠার নাম, অনেকটা মস্তগীর মত।

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াতগুলো লিখে ধারন করলে অবিবাহিতার বিবাহ হয়, চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে মনে স্থিরতা, ধীরতা আসে, রোগ থাকলে আরোগ্য হয়, গরীব হলে ধন-সম্পদ লাভের মুখ দেখে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ঃ ১৩১-১৩২)

সুখ নিদ্রার আমল

রোগ বা চিন্তা-ভাবনার কারণে যদি কারো ঘুম না আসে, তাহলে সূরা আম্বিয়া (পারা-১৭) লিখে কোমরে বাঁধলে ভাল ঘুম হবে। তাবীজটি না খোলা পর্যন্ত ঘুম ভাঙ্গবে না।

গর্ভরক্ষা ও সন্তানের হিফাযতের আমল

وَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ۔ وَ تَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ۔

এ আয়াতগুলো লিখে গর্ভবতী স্ত্রীলোককে গর্ভের প্রথমাবস্থায় ধারণ করতে হবে। গর্ভের চল্লিশ দিন গত হওয়ার পর খুলে রেখে নবম মাসে পুনরায় ধারণ করাতে হবে। সন্তান প্রসবের পর পুনরায় খুলে সন্তানের সাথে বেঁধে দেবে। এতে ইনশাআল্লাহ গর্ভরক্ষা হয় এবং সন্তান থেকে বালা-মুসিবত দূর হয়। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৯১-৯৩)

সহজভাবে সন্তান প্রসবের আমল

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ۔

এ আয়াতগুলো লিখে পেটে বা কোমরে বাঁধলে সহজে সন্তান প্রসব হয়। প্রসব ব্যথা আরম্ভ হওয়ার পর বাঁধতে হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই খুলে ফেলতে হয়। এটা পড়ে দম করলেও ইনশাআল্লাহ অনেক উপকার হয়। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৩০)

www.banglakitab.weebly.com

বেদনা ও জ্বর বিনাশের আমল

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۔ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۔ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۔

এ আয়াতগুলো কালি দ্বারা পবিত্র পাত্রে লিখে এরূপ কূপের পানিতে ধৌত করবে, যাতে রোদ না আসে। জ্বর বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এর তিন ঢোক পান করাবে। ব্যথা থাকলে যে সময় বৃদ্ধি পায়, সে সময় বাকী পানি কোমরে ছিটিয়ে দেবে। তিনদিন এ নিয়ম পালন করলে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। কাঁচের পাত্রে লিখে রওগনে বালুনায় (এক প্রকার হাকিমী তেল) ধুলে গিরার ব্যথায় মালিশ করলে সুফল লাভ হয়। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ১০১-১০৩)

দুষ্টের শাস্তির আমল

সূরা হজ্ব (পারা-১৭) পুরোটা লিখে অহংকারী যালিমের নৌকায় বা জাহাজে ফেলে রাখলে তা ছারখার হয়ে যাবে। অত্যাচারী রাজকর্মচারীর বাসস্থান ফেলে দেয়া হলে সে ব্যক্তি স্থানান্তরিত হয়।

অত্যাচারীর ধবংস সাধনের আমল

ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۔

কোন রাজস্ব আদায়কারীর যে কোন গাছ থেকে সাতটি পাতা গ্রহণ করবে। নিয়ম এটাই যে, শনিবারে আরম্ভ করে প্রতিদিন একটি করে পাতা সূর্যোদয়ের পূর্বে আনবে। পরে প্রত্যেকটি পাতার উভয় পিঠে এ আয়াত

www.banglakitab.weebly.com

লিখে শুকনা করে, এরপর পাতাগুলো খুব মিহি করে পিষবে এবং পিষার সময় অত্যাচারীর নাম বলতে থাকবে। খুব মিহি হওয়ার পর অত্যাচারীর ঘরে তা নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্তে বসে তার পরিণাম দেখতে থাকবে। (এরূপ স্থলে কোন আলেমের কাছে প্রথমে মাসআলা জিজ্ঞেস করা দরকার)।

(সূরা হজ্ব, আয়াত ঃ ৪৪-৪৬)

মদপান ছাড়ার আমল

সাদা কাপড়ে রাত্রিকালে সূরা মু'মিনুন (পারা-১৮) লিখে ধৌত করে মদপায়ীকে পান করালে ইনশাআল্লাহ তার মদের অভ্যাস দূর হবে।

নৌকায় হিফাযত সংক্রান্ত আমল

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَ مَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَ قُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

নৌকায় আরোহন করে এ আয়াত দুটি পাঠ করলে নৌকা সব রকম বিপদ-আপদ থেকে হিফাযতে থাকে, ঘরে পড়লে চোর-ডাকাত, দুশমন এবং জ্বীন-ভূত থেকে হিফাযতে থাকা যায়। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ঃ ২৮-২৯)

স্বপ্নদোষ দূর করার আমল

সূরা নূর (পারা-১৮) লিখে সাথে রাখলে স্বপ্নদোষ দূর হয়। এটা যমযমের পানিতে লিখে পান করলে কামভাব তিরোহিত হয়। স্ত্রী-সহবাসের প্রতি মোটেই আগ্রহ সৃষ্টি হয় না।

মুখ বন্ধকরণের আমল

وَ لَوْ لَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ـ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

যে ব্যক্তি লোকদেরকে অযথা গালি-গালাজ করে, অন্যায় কথাবার্তা বলে, এমন ব্যক্তির মুখ বন্ধ করতে হলে এ আয়াতগুলো সাদা আঙ্গুরের রসে

www.banglakitab.weebly.com

পড়ে তাতে সামান্য পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করে হালুয়া তৈরি করে এ অত্যাচারীকে খাওয়াবে। এরপর কাঁচা মধু দ্বারা এ আয়াত মাটির চাঁড়ায় লিখে পানিতে ধুয়ে তাকে পান করাবে। এরূপ করলে তার বাকশক্তি রোধ হয়ে যাবে আর কারো প্রতি অত্যাচার করার চেষ্টা করবে না।

(সূরা নূর, আয়াত ঃ ১৬-১৮)

সর্বত্র মান-সম্মান লাভের আমল

প্রথমে গোসল করে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে রোযা রাখবে। জুমুআর দিন আসরের পূর্বে কিবলামুখী হয়ে বসে প্রথমে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করে পরে

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ
اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِیْٓءُ وَ لَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ
الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ۔ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ
يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ۔ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ
تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ
يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔

এ আয়াতগুলো হরিণের ঝিল্লিতে দ্বীনদার আলেমের দোয়াতের কালি দ্বারা লিখবে। কাগজটি ভাঁজ করে কবচ বানিয়ে আসরের নামায পড়বে; এরপর কবচটি হাতে নিয়ে সূরা কাহফ ৯পারা-১৫) পাঠ করবে এবং কবচটি সযত্নে তুলে রাখবে। কোন সভা-সমিতিতে যাবার সময় তা সাথে রাখলে নিজের সম্মান বৃদ্ধি হবে। (সূরা নূর, আয়াত ঃ ৩৫-৩৮)

www.banglakitab.weebly.com

চোখের রোগের আমল

উল্লিখিত اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (সূরা নূর ঃ ৩৫নং আয়াত) থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে তিনবার পাঠ করে ঝাড়লে ইনশাআল্লাহ চোখের রোগ দূর হয়।

অপূর্ব শক্তির আমল

সূরা ফুরকান (পারা-১৮) তিনবার লিখে ধারণ করলে সাপ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তু কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ তাবীজ ধারণকারী দুষ্ট লোকদের মধ্যে পতিত হলে তাদের দল ভঙ্গ হয়ে যাবে, তারা কোন মতেই আর একতাবদ্ধ হতে পারবে না এবং তাদের কোন পরামর্শই আর সঠিক হবে না।

গুপ্তধন লাভের আমল

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ـ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ـ وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ـ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ـ

যদি কোন স্থানে মাটির নীচে গুপ্তধন আছে বলে সন্দেহ হয় এবং তা পাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে একটি নীল বর্ণের চোখবিশিষ্ট বা চুটীওয়ালা মোরগ এনে ওপরোক্ত আয়াত কাগজে লিখে নাবালেগা মেয়ের কাটা সূতার তৈয়ারি কাপড়ে লিখে কাগজটি সেলাই করে মোগরটির ডানায় বেঁধে রবিবারে দুপুরের পর একে সন্দেহযুক্ত স্থানে ছেড়ে দেবে। মোরগটি যেখানে গুপ্তধন প্রোথিত আছে, সেখানে গিয়ে খাড়া হবে এবং পা ও ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়তে থাকবে। (সূরা শুয়ারা, আয়াত ঃ ১৯২-১৯৭)

ধন-সম্পদ স্থায়ীকরণের আমল

সূরা নমল (পারা-১৯) হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে দাবাগত করা চামড়ায় নিজের সাথে রাখলে তার ঐশ্বর্য স্থায়ী হয়।

সিন্দুকের ভেতর রেখে দেয়া হলে সে ঘরে সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি প্রবেশ করবে না।

www.banglakitab.weebly.com

গোপন কথা জানার আমল

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ـ وَ مَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ وَ اِنَّهٗ لَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ـ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ـ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ـ وَ مَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

এ আয়াতগুলো সাপের চামড়ায় বৃষ্টির পানি এবং জাফরান ও গোলাব দ্বারা লিখে নিদ্রিত ব্যক্তির বুকের ওপর রাখলে সে যা কিছু করেছে, ঘুমে থাকা অবস্থায় সবকিছু বলে দেবে। কিন্তু এ আমল এরূপ স্থলে করতে হয়, যে স্থলে কারো গোপন কথা অবগত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয।

আর যে স্থলে গোপন কথার খোঁজ নেয়া হারাম, এ আমলও সেস্থলে হারাম। সুতরাং আমলের পূর্বে কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে নেয়া দরকার। (সূরা নমল, আয়াত ঃ ৭৪-৮১)

জাল টাকা সনাক্ত করার আমল

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ (সূরা নমল, আয়াত-৯৩)

এ আয়াত পড়ে টাকাগুলো উলট-পালট করলে অচল টাকাগুলো একদিকে পড়ে থাকবে, অন্যান্য জিনিসের ভাল-মন্দ পৃথক করার জন্যও এ আমল করা যায়।

www.banglakitab.weebly.com

চাকরের দুষ্টামি দূর করার আমল

সূরা কাসাস (পারা-২০) লিখে নিজের চাকরের সাথে পবিত্র অবস্থায় বেঁধে দিলে তার দুষ্টামি দূর হয়ে যাবে। কখনো পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না এবং টাকা-পয়সা খিয়ানতে মনযোগী হবে না।

প্লীহা ও পেট বেদনার আমল

সূরা কাসাস (পারা-২০) লিখে বাঁধলে প্লীহা, পেট বেদনা, কলিজা কামড় ইত্যাদি রোগ ইনশাআল্লাহ আরোগ্য হয়।

মন্দ লোকের দুষ্টামি থেকে আত্মরক্ষার আমল

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۟ وَوَجَدَ مِنْ
دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ
الرِّعَآءُ ۟ وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ـ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ
لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ـ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۟
قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ
عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۟ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

এ আয়াত অধিক পরিমাণে পাঠ করলে দুষ্টের দুষ্টামি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। (সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ২৩-২৫)

স্মরণ শক্তি ও বোধশক্তি লাভের আমল

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ـ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖۤ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَاۤ
اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ـ اُولٰۤئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ
يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ

www.banglakitab.weebly.com

أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ۔ (সূরা কাসাস, আয়াত-৫১-৫৫)

চাঁদের প্রথম বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে রোযা রাখবে এবং এ আয়াত কাঁচের পাত্রে (শনিবার দিবাগত) রাতে লিখে নদীর স্রোতের পানি এনে তা ধুয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি এ পানি পান করবে, তার স্মরণ শক্তি প্রখর ও তীক্ষ্ণ হয়।

হক মোকাদ্দার জয় লাভের আমল

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ۔ وَ هُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔ (সূরা কাসাস, আয়াত-৬৮-৭০)

যদি কোন মোকাদ্দামা সম্বন্ধে এরূপ ধারণা হয় যে, মিথ্যা সাক্ষী বা হাকীমের অন্যায় বিচারে মোকাদ্দায় পরাজয় হতে পারে, তাহলে মোকাদ্দামা পেশ হওয়ার সময় এ আয়াত সাতবার পড়ে পরে তিনবার বলবে الله غالب على امره, ইনশাআল্লাহ মোকাদ্দামায় সঠিক বিচার হয়ে জয়লাভ হবে।

জ্বরের আমল

সূরা রূম (পারা-২১) লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে কিছুটা মাটির পাত্রে রেখে দেবে, আর কিছুটা অত্যাচারী যালিমকে পান করাবে; এতে সে রোগে আক্রান্ত হবে। (এস্থলে আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে নেবে।)

যালিমের মনে ভয় সঞ্চয়ের আমল

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۔ (সূরা রূম, আয়াত-৫৯-৬০)

যালিম ও দুষ্ট ব্যক্তির পরিধানের একটি কাপড় এনে তাতে এ আয়াত লিখে নিজের কাছে রাখলে দুষ্ট ব্যক্তির মনে অত্যন্ত ভয় সৃষ্টি হবে এবং তার

www.banglakitab.weebly.com

গর্বোন্নত মাথা নত হয়ে যাবে। কাপড় চুরি করে বা অন্য কোন নাজায়েয পন্থায় আনতে নেই। মালিকের কাছে বলে বা কারো মাধ্যমে বলিয়ে অথবা কিনে আনবে। নতুবা গোনাহগার হবে।

পেটের রোগ ও জ্বর দূর করার আমল

সূরা লোকমান (পারা-২১) লিখে ধুয়ে পান করলে ইনশআল্লাহ পেটের সব রকম রোগ দূর হবে, ত্রৈহিক, চতুর্থী জ্বর সারে। এ সূরা পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ পানিতে ডুবে মারা যাবার ভয় থাকে না।

বিপদের সহায়

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۔ (সূরা লোকমান, আয়াত-৩১)

নদ-নদী, সাগরে তুফান আসলে কাগজের সাতটি টুকরায় এ আয়াত লিখে একটি একটি করে ক্রমান্বয়ে পূর্বদিকে ফেলে দেবে, তাতে তুফান বন্ধ হয়ে নদী-সাগর শান্তভাব ধারণ করবে।

জ্বর, মাথা ব্যথা ও মৃগীর তদবীর

সূরা সাজদা (পারা-২১) লিখে ধারণ করলে জ্বর ও মৃগী রোগ আরোগ্য হয় এবং আধ মাথা ও পুরা মাথার ব্যথা দূর হয়।

শিশুর স্বাস্থ্য বৃদ্ধির আমল

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۔ ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۔ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۔

(সূরা সিজদাহ, আয়াত-৭-৯)

সন্তান জন্ম হওয়ার সতরো দিন পর তার কাঁচের পাত্রে লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে কিছু অংশ শিশুর খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়াবে, বাকী অংশ বোতলের মধ্যে রেখে সাতদিন পর্যন্ত অল্প অল্প করে তাকে পান করাবে এবং তার দেহে মালিশ করবে। এ আমলের দ্বারা শিশু অতি শীঘ্রই বড় হয়ে ওঠবে এবং সুস্বাস্থ্যবান হবে।

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

উপযুক্ত মেয়ের বিবাহের পয়গাম আনার আমল

মেয়েদের অনেক বিবাহ পয়গাম আসার জন্য সূরা আহযাব (পারা-২১) হরিণের ঝিল্লিতে (পাতলা চামড়ায়) বা কাগজে লিখে একটি কৌটায় বন্ধ করে ঘরে রেখে দেবে। এতে নানান স্থান থেকে তার বিবাহের পয়গাম আসতে থাকবে। তখন দেখেশুনে উপযুক্ত কোন ঘরে বিবাহ দিয়ে দেবে।

সম্মান লাভের আমল

يَآيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ـ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ـ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ـ

চামেলী তেলে মেশক ও জাফরান গুলে সাতদিন ফজরের নামাযের পর আয়াতগুলো পড়ে তাতে দম করবে। পরে সে তেল শিশিতে বন্ধ করে রাখবে। কারো কাছে যাবার সময় ভ্রূযুগল ও গণ্ডদেশে সামান্য তেল মালিশ করে গেলে খুবই মান-সম্মান পাওয়া যায়। (সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৪৫-৪৮)।

আপদ-বালা ও হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষার আমল

সূরা সাবা (পারা-২২) কাগজে লিখে সাথে রাখলে হিংস্র জন্তু ও নানান ধরণের আপদ-বিপদের ভয় ইনশাআল্লাহ থাকে না।

কামেলা রোগের তদবীর

সূরা সাবা পড়ে পানিতে দম করে মুখে ছিটা দিলে আনশাআল্লাহ এ রোগের উপকার হয়।

পশুর হিফাযত

সূরা ফাতির (পারা-২২) লিখে পশুর গলায় বেঁধে দেয়া হলে বালা-মসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

www.banglakitab.weebly.com

ব্যবসায়ে উন্নতির আমল

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ

عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ

فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ـ

এ আয়াতটি কাপড়ের চারটি টুকরায় লিখে ব্যবসায়ের মালের মধ্যে পুঁতে রাখলে ইনশাআল্লাহ খুবই লাভবান হওয়া যায়।

(সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ২৯-৩০)

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত

হাদীসে এ সূরার অনেক ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। যে ব্যক্তি এ সূরা একবার পাঠ করে, সে যেন চারবার কোরআন খতম করেছে। কিন্তু এতে কেউ একথা মনে করবেন না যে, কেবল সূরা ইয়াসীন পড়লেই চলবে। কোরআন খতম করার আর দরকার নেই। প্রতিদিন এ সূরা পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ দৈনন্দিন জীবন শান্তির সাথে অতিবাহিত হয়।

সাতদিন পর্যন্ত এ সূরা গোলাব ও জাফরান দ্বারা লিখে দিনে একবার করে পান করলে যা শুনবে সবই মনে থাকবে, কারো সাথে তর্ক করলে জয়ী হবে। এ সূরা লিখে স্ত্রীলোককে পান করালে তার দুধ বৃদ্ধি পায়; এটা লিখে তাবীজ রূপে সাথে রাখলে ইনশাআল্লাহ সর্বরোগ দূর হয়, বদনযর থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

যুদ্ধে জয়লাভের আমল

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ـ وَ جَعَلْنَا

مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا

يُبْصِرُوْنَ ـ (সূরা ইয়াছিন, আয়াত ঃ ৮-৯)

ঢালের ওপর এটা লিখে দুশমনের মোকাবেলা করলে বিজয়ী হওয়া যায়। (বর্তমান যেহেতু আধুনিক অস্ত্রে যুদ্ধ হয় তাই সেসব অস্ত্রে লিখা যায়)। (সম্পাদক)।

www.banglakitab.weebly.com

চোর থেকে নিরাপদে থাকার আমল

এ (انا جعلنا الخ) আয়াত দুটি বিছানায় শোয়া অবস্থায় পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ চোর থেকে রক্ষা ও নিরাপদে থাকা যায়।

ন্যায়ের ক্ষেত্রে জয় লাভের আমল

দু'ব্যক্তি ঝগড়া করছে, এমন সময় (انا جعلنا الخ) আয়াত দুটি পাঠ করলে যে ব্যক্তি ন্যায় পথে সে জয়ী হবে।

ভূতের আছর দূর করার আমল

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۔ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۔ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۔ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۔ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ۔ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۔ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۔ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۔ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۔

এ আয়াতসমূহ পড়ে দম করলে ইনশাআল্লাহ ভূতের প্রভাব দূর হয়ে যাবে। (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ঃ ১-১০)

অত্যাচার থেকে রক্ষার আমল

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۔

এ আয়াত অত্যাচারীর কাছে পাঠ করলে তার অত্যাচার থেকে রক্ষ পাওয়া যায়। (সূরা মু'মিন, আয়াত ঃ ৪৪)

কাশি দূর করার তদবীর

সূরা যুখরুফ (পারা-২৫) লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পান করলে ইনশাআল্লাহ কাশি রোগের উপকার হয়।

www.banglakitab.weebly.com

আমাশার তদবীর

সূরা দুখান (পারা-২৫) লিখে ধুয়ে পান করলে ইনশাআল্লাহ আমাশয় দূর হয়।

শিশুকে নিরপদে রাখার আমল

সন্তান ভূমিষ্ঠের পর সূরা জাসিয়াহ (পারা-২৫) লিখে বেঁধে সাথে রাখলে ভূতসহ নানান ধরনের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অপকার থেকে রক্ষার আমল

সূরা আহকাফ (পারা-২৬) লিখে তাবীজরূপে ধারণ করলে জ্বীন-ভূত ও মানুষের নানান ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

সম্মান, স্মরণশক্তি ও রোগ আরোগ্যলাভের আমল

সূরা মোহাম্মদ [সা. পারা-২৬] লিখে যমযমের পানিতে ধুয়ে পান করলে লোকের কাছে সম্মান পাওয়া যায় এবং যা শুনে সবই স্মরণ থাকে। এর পানিতে গোসল করলে সকল প্রকার রোগ ইনশাআল্লাহ দূর হয়।

জীবিকা, জয়লাভ ও হিফাযত

রমযানের চাঁদ দেখার সময় সূরা ফাতহ (পারা-২৬) পাঠ করলে সারা বছর খোশহালি থাকে। যুদ্ধের সময় লিখে সাথে রাখলে জয়লাভ করা যায়। নৌকায় আরোহন করে পাঠ করা হলে নৌকাডুবি থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

সর্বত্র আদর-সম্মান লাভের আমল

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۔ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۔ وَّ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۔ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۔

www.banglakitab.weebly.com

ওযূসহ মেশ্‌ক ও গোলাবজল দ্বারা এ আয়াতগুলো হরিণের ঝিল্লিতে লিখে নিজের টুপিতে রাখলে সর্বত্র সম্মান লাভ করা যায়। কিন্তু টুপি পরিধানের সময়ও ওযূসহ থাকা প্রয়োজন। (সূরা ফাতহ, আয়াত ঃ ১-৪)

ভূতের অত্যাচার থেকে রক্ষার আমল

সূরা হুজুরাত (পারা-২৬) লিখে ঘরের দেয়াল সংলগ্ন করে রাখলে ভূত-প্রেত ঘরে অনাচার করতে সক্ষম হয় না।

দুগ্ধ বৃদ্ধি ও গর্ভ রক্ষার আমল

সূরা হুজুরাত লিখে ধুয়ে পান করলে ইনশাআল্লাহ দুধ বৃদ্ধি পাবে এবং গর্ভ রক্ষা হবে।

ধন-সম্পদের স্থায়িত্বলাভের আমল

যে ঘরে সূরা ক্বাফ (পারা-২৬) তিলাওয়াত করা হয়, ইনশাআল্লাহ সে ঘরে ধন-দৌলত স্থায়ী হয়।

ক্ষেত ও বাগানে বরকত লাভের আমল

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۔ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۔ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۔ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۔ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۔ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۔ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۔ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۔ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۔ (সূরা ক্বফ, আয়াত ঃ ১-১১)

www.banglakitab.weebly.com

বসন্তকালের প্রথম বৃষ্টির পানি কাঁচের পাত্রে সংগ্রহ করে এ আয়াত সাত টুকরা কাগজে লিখে এ পানিতে ধুয়ে নেবে এবং ধোয়ার সময় আয়াতটি সাতবার পাঠ করবে। রাতে এ পানি যে গাছের মূলে বা যে খেতে দেয়া হয়, তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সকল প্রকার আপদ থেকে ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকে। সে পানিতে বীজ ভিজিয়ে বুনা হলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়।

ভয় ও পেট ব্যথা দূর করার আমল

এ আয়াতগুলো ق থেকে خروج পর্যন্ত লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পান করা হলে মনের ভয় দূর হয়, পেটের বেদনা ইনশাআল্লাহ ভাল হয়।

শিশুদের দাঁত ওঠার তদবীর

ق থেকে خروج পর্যন্ত লিখে পান করালে ইনশাআল্লাহ যে শিশুর দাঁত ওঠে না তার দাঁত ওঠতে শুরু করবে।

রোগীর শান্তি লাভের আমল

রোগীর কাছে বসে সূরা যারিয়াত (পারা-২৭) তিলাওয়াত করলে রোগীর শান্তি অনুভূত হয়।

কারামুক্তির আমল

কয়েদী সদা-সর্বদা সূরা তূর (পারা-২৭) পাঠ করলে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।

ভ্রমণে নিরাপত্তা

বিদেশে ভ্রমণের সময় সূরা তূর (পারা-২৭) তিলাওয়াত করলে সব রকমের বিপদাপদ থেকে ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকা যায়।

সর্বত্র জয়লাভের আমল

সূরা নজম (পারা-২৭) হরিণের ঝিল্লিতে লিখে ধারণ করলে সব বিষয়ে সকলের ওপর ইনশাআল্লাহ প্রাধান্য লাভ করা যায়।

কুকুর দমন করার আমল

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ۔ (সূরা আর-রহমান, আয়াত-৩৩)

www.banglakitab.weebly.com

কুকুর ঘেউ ঘেউ করে আসলে এ আয়াত পাঠ করলে তৎক্ষণাৎ চুপ হয়ে ফিরে যাবে।

ক্ষুধা-পিপাসা দূর করার আমল

সকাল-বিকাল ওযূর সাথে সূরা ওয়াকিয়া (পারা-২৭) তিলাওয়াত করলে ইনশাআল্লাহ ক্ষুধা-পিপাসার জন্য কষ্ট করতে হবে না।

লৌহাস্ত্র থেকে রক্ষার আমল

সূরা হাদীদ (পারা-২৭) লিখে সাথে রাখলে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের আঘাত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এতে জ্বর ও ফোলা দূর হয়।

সুনিদ্রা হওয়ার আমল

রোগীর কাছে বসে সূরা মুজাদালা (পারা-২৮) তিলাওয়াত করলে ইনশাআল্লাহ তার মন শান্ত হয় এবং সুনিদ্রা আসে।

সূরা হাশরের ফযীলত

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ
وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۔

এ আয়াতসমূহ সাদা পাত্রে লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পান করলে ইনশাআল্লাহ বুদ্ধি খুবই উপকার হয় এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়।

(সূরা হাশর, আয়াত ঃ ২১-২৪)

www.banglakitab.weebly.com

ব্যথা দূর করার আমল

যে কোন অঙ্গে যে কোন প্রকার ব্যথা হোক না কেন, সূরা হাশরের শেষ ৪ আয়াত পড়ে ঝাড়লে ইনশাআল্লাহ আরাম অনুভূত হয়।

প্লীহা আরোগ্যের আমল

সূরা মোমতাহিনা (পারা-২৮) লিখে ধুয়ে তিনদিন পান করলে প্লীহা দূর হয়।

সর্বত্র সম্মান, প্রতিপত্তি লাভের আমল

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ. هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ

মেশ্‌ক ও জাফরান ও আবে নছীরন মোকাত্তের দ্বারা লিখে নিজের জামায় রাখলে সর্বত্র সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। (সূরা সফ, আয়াত ঃ ৮-১৩)

মালের নিরাপত্তা

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

এ আয়াত ঝিনুকের টুকরায় জুমুআর দিন লিখে মাল বা শস্যের গোলার মধ্যে রাখা হলে তা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকে।

(সূরা জুমুআ, আয়াত ঃ ৪)

www.banglakitab.weebly.com

চোখের রোগ ও ফোঁড়া ইত্যাদির তদবীর

সূরা মুনাফিকূন (পারা-২৮) পাঠ করে ঝাড়লে চোখের রোগ ও ফোঁড়া-বাগি ইনশাআল্লাহ আরোগ্য হবে।

শত্রুর বাকশক্তি রোধের আমল

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ـ (সূরা মুনাফিকূন, আয়াত-৪)

শত্রুর মুখ বন্ধ ও উচ্চবাক্য করার শক্তি তিরোহিত করতে চাইলে, যে মাটির ওপর দিয়ে কেউ চলাফেরা করেনি, এমন সামান্য পবিত্র মাটি সংগ্রহ করবে। এরপর এ আয়াত দ্বারা এ মাটি পড়ে শত্রুর অজান্তে তার মুখে নিক্ষেপ করবে, এতে তার উচ্চবাক্য করার শক্তি ইনশাআল্লাহ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

দুষ্টের দুষ্টামি থেকে আত্মরক্ষার আমল

কোন দুষ্ট লোকের কাছে যাওয়ার সময় সূরা তাগাবুন (পারা-২৮) পড়ে যাওয়া হলে তার অনিষ্ট ও দুষ্টামি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

জীবিকা বৃদ্ধির বিশেষ আমল

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ـ

কারো রুজী-রোজগার কম হয়ে দরিদ্রাবস্থায় পতিত হলে প্রথমে আন্তরিকভাবে তাওবা করে নেক কাজ করার খালেস ওয়াদা করবে। এরপর জুমুআর রাতের (বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে) অর্ধ রাতের সময় ওঠে নিবিষ্টচিত্তে একশত বার ইস্তিগফার ও একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। পরে এ আয়াত একশত বার পড়ে শুয়ে থাকবে। এ আমল করলে কি কাজে তার দরিদ্রতা দূর হবে তা স্বপ্নে দেখতে পাবে। অরূপ কাজ করলে ইনশাআল্লাহ দরিদ্রতা দূর হবে। (সূরা তালাক, আয়াত ঃ ৭)

www.banglakitab.weebly.com

রোগের শান্তি

সূরা তাহরীম (পারা-২৮) পড়ে ঝাড়লে বেদনা দূর হয়, মৃগীতে উপশম হয়, অনিদ্রা রোগ দূর হয়ে সুনিদ্রা অনুভব হয়।

চোখ ওঠা দূর করার আমল

সূরা মূলক (পারা-২৯) পড়ে তিনদিন নিয়ম মত ঝাড়লে চোখ ওঠা ভাল হয়।

দারিদ্র থেকে মুক্তির আমল

নামাযের মধ্যে সূরা নূহ (পারা-২৯) পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ দারিদ্র্যতা দূর হবে।

গর্ভরক্ষা ও সন্তানের মঙ্গল কামনার আমল

সূরা আল-হাক্কাহ (পারা-২৯) লিখে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাথে রাখলে ইনশাআল্লাহ গর্ভ রক্ষা হয়।

সন্তান জন্ম হবার পর এ সূরার পানি পড়া মুখে দেয়া হলে তার বুদ্ধি প্রখর হয় এবং সর্বপ্রকার রোগ থেকে শিশু নিরাপদে থাকে। এ সূরা দ্বারা জৈতুনের তেল পড়ে শিশুর শরীরে মালিশ করা হলে বহু উপকার হয়। এ তেল বেদনার জন্য খুবই উপকারী।

স্বপ্নদোষ ও দুঃস্বপ্ন দূর করার আমল

ঘুমানোর সময় সূরা ম'আরিজ (পারা-২৯) পড়লে স্বপ্নদোষ হয় না এবং নানা প্রকার কুস্বপ্ন দেখার অভ্যাস থাকলে ইনশাআল্লাহ তা দূর হয়।

মাকসুদ হাসিল ও মনের অস্থিরতা বিনাশের আমল

সূরা নূহ (পারা-২৯) নিয়মিত তিলাওয়াত করলে সব রকম মকসুদ পুরা হয়, চিন্তা-ভাবনা ও মনের অস্থিরতা ইনশাআল্লাহ দূর হয়।

কারামুক্তির আমল

জেলে থেকে সূরা জ্বীন (পারা-২৯) তিলাওয়াত করতে থাকলে সত্বর ও সহজে ইনশাআল্লাহ মুক্তি লাভ হয়।

জীবিকা বৃদ্ধির আমল

সর্বদা সূরা মুয্যাম্মিল (পারা-২৯) তিলাওয়াত করলে ইনশাআল্লাহ জীবিকা উপার্জনের পথ সুগম হয়ে থাকে এবং ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

www.banglakitab.weebly.com

সহজে কোরআন হিফ্য করার আমল

সূরা মোদ্দাসছির (পারা-২৯) পড়ে কোরআন হিফ্য করার দু'আ করলে ইনশাআল্লাহ সহজে হিফ্য হয়।

আল্লাহভীতি ও নম্রতা অর্জনের আমল

সূরা কিয়ামাহ (পারা-২৯) দ্বারা পানি পড়ে পান করলে মনে আল্লাহর ভয় ও নম্রতা সৃষ্টি হয়।

বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধির আমল

সূরা দাহর (পারা-২৯) বেশি রকম তিলাওয়াত করা হলে বক্তৃতা শক্তি বাড়ে ও মুখে ইনশাআল্লাহ ইলমের কথা জারি থাকে।

দুম্বল আরোগ্য

সূরা মুরসালাত (পারা-২৯) লিখে তাবিজ রূপে বাঁধলে ইনশাআল্লাহ (ফোড়া) ভাল হয়।

হাকীমের অপরকার থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

হাকীম বা কর্তৃপক্ষের কাছে যাবার সময় সূরা নাবা (পারা-৩০) পাঠ করে বা তাবীজরূপে ধারণ করা হলে তাদের অপকার থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষার আমল

সূরা নাযিআত (পারা-৩০) লিখে সাথে রাখা হলে রাস্তাঘাটের বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধির আমল

সূরা কুব্বিরাত (পারা-৩০) পাঠ করে চোখে দম করলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে এবং চোখ ওঠা ও ঝাপসা দেখা ইনশাআল্লাহ দূর হয়ে যায়।

কারামুক্তি ও জ্বর আরোগ্যের আমল

সূরা ইনফিতার (পারা-৩০) পাঠ করলে কারামুক্তি হয় এবং তা লিখে ধুয়ে সে পানি দ্বারা গোসল করলে জ্বর দূর হয়।

www.banglakitab.weebly.com

উঁইপোকা দূর করার আমল

কোন জিনিসের ওপর সূরা মুতাফ্ফিফীন (পারা-৩০) পাঠ করে রাখলে তা উঁইপোকা প্রভৃতি জাতীয় কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

বিষের ঝাড়া

বিচ্ছু, বোলতা ইত্যাদি জাতীয় কীটে কাটলে সূরা ইনশিক্বাক পড়ে ঝাড়লে ইনশাআল্লাহ দ্রুত উপকার পাওয়া যায়।

দুধ ছাড়ান

কোন শিশুর দুধ ছাড়াতে হলে সূরা বুরুজ (পারা-৩০) লিখে সাথে বেঁধে রাখলে সহজে দুধ ছেড়ে দেয়।

ওষুধের অনিষ্ট থেকে রক্ষার আমল

সূরা তারিক (পারা-৩০) পড়ে ওষুধে ফুঁক দেয়া হলে তাতে অপকারের ভয় থাকে না।

পুত্র-সন্তান লাভের আমল

গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভবতীর বুকের ডান পাশে সূরা আ'লা (পারা-৩০) লিখে দেয়া হলে সে গর্ভে আল্লাহর ইচ্ছায় পুত্র-সন্তান হয়।

অর্শরোগ আরোগ্য

সূরা আ'লা (পারা-৩০) পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ অর্শরোগ দূর হয়।

অর্শরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির আমল

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ
اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ
رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

(সূরা বাকারা, আয়াত-১২৭-১২৯)

www.banglakitab.weebly.com

কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, এ আয়াত কাঁচের বাসনে গোলাব ও জাফরান দ্বারা লিখে কাল আঙ্গুরের রসে ধুয়ে এতে কিছু কাহরুবা (এক প্রকার গাছের রস বা আঠা) কিছু কর্পূর চিনির সাথে মিশিয়ে পান করা হলে রক্ত অর্শ্বে বিশেষ উপকার সাধন হয়।

খাদ্যের অপকারিতা থেকে রক্ষার আমল

সূরা গাশিয়াহ (পারা-৩০) পাঠ করে খাদ্যের ওপর ফুঁক দেয়া হলে সে খাদ্যে ক্ষতির আশংকা থাকে না। বেদনার স্থানে পড়ে ফুঁ দিলে আরাম অনুভব হয়।

নেক সন্তানলাভের আমল

মাঝ রাতে সূরা ফজর (পারা-৩০) পাঠ করে স্ত্রী-সহবাস করে তাতে নেক সন্তান ভূমিষ্ট হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুর গলায় বেঁধে দেয়া হলে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়।

অজ্ঞানের জ্ঞান লাভের তদবীর

কেউ কোন কারণে অজ্ঞান হলে বা কারো মৃগী ওঠলে তার কানে সূরা শামস (পারা-৩০) পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ উপকার হয়।

পলাতকের প্রত্যাবর্তন

সূরা দোহা (পারা-৩০) সাতবার পাঠ করলে পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসে এবং অপহৃত বস্তু পাওয়া যায়।

হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করার আমল

সূরা আলাম নাশরাহ (পারা-৩০) পাঠ করে বুকের ওপর দম করলে হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর হয় এবং বুকের বেদনা থেকে আরোগ্য হয়।

পাথরি বিনাশ করার আমল

সূরা আলাম নাশরাহ লিখে তা ধুয়ে পান করলে ইনশাআল্লাহ পাথরি রোগ খণ্ড খণ্ড হয়ে প্রস্রাবের সথে বের হয়ে আসে।

শস্যে বরকত হওয়ার আমল

সূরা ত্বীন (পারা-৩০) পড়ে শস্যের গোলায় ফুঁকে দেয়া হলে বরকত হয় এবং অনিষ্টকর জীব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

www.banglakitab.weebly.com

বন্ধুত্ব রক্ষার আমল

যার সাথে বন্ধুত্ব হয়, তার কপালের ওপর চুল শক্তভাবে ধরে সূরা কদর (ইন্না আনযালনা, পারা-৩০) পাঠ করা হলে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়।

সফরে নিরাপত্তা লাভের আমল

সূরা আলাক্ব (পারা-৩০) সফরের সময় লিখে সাথে রাখলে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত সকল প্রকারের বিপদ থেকে ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকা যায়।

বেদনা দূর করার আমল

সূরা বাইয়্যিনা (পারা-৩০) লিখে বেদনার স্থানে বাঁধলে বেদন দূর হয়।

সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষার আমল

সূরা কাফিরুন বা সূরা ইখলাস (পারা-৩০) সকাল-সন্ধ্যায় পড়লে মনের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় না।

রোগ, যাদুটোনা থেকে আত্মরক্ষার আমল

সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস (পারা-৩০) পড়ে ঝাড়লে রোগ, যাদুটোনা, বদনযর ইত্যাদি বিনষ্ট হয়। ভোরে শয়নকালে পড়লে সকল প্রকার বিপদ থেকে মুক্তি হয়। তাবীজরূপে লিখে শিশুদের সাথে রাখলে অন্যান্য আপদ থেকে নিরাপদ থাকে। হাকীমের কাছে যাবার পর পড়লে তাঁর অপকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বদনযর বিনষ্ট করার আমল

সূরা হুমাযা (পারা-৩০) পড়ে ঝাড়লে বদনযর ইনশাআল্লাহ দূর হয়।

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দীদার লাভের আমল

জুমুআর রাতে (বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে) পাক-পবিত্র হয়ে এক হাজারবার সূরা কাওসার (ইন্নাআ'ত্বাইনা) ও এক হাজারবার দরূদ পড়ে পাক-পবিত্র বিছানায় শয়ন করলে স্বপ্নে হযরত রাসূলুল্লাহ সা.-এর দীদার নসীব হয়।

www.banglakitab.weebly.com

ভাল সওদা

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ۗ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ۔ (সূরা বাকারা, আয়াত-৭০)

বাজার করার সময় ভালো সওদা পাওয়ার জন্য জিনিসগুলো দেখার সময় মনে মনে এ আয়াত পাঠ করতে থাকবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৭০)

জীব-জন্তুর ঝাড়-ফুঁক

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ۗ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۔

এ আয়াত জুমুআর দিন সূর্য উদয়ের সময় চল্লিশবার পড়ে বরনুফ কাঠের ছড়িতে ফুঁক দেবে। কোন পশুর কোন প্রকার রোগ হলে এ ছড়িতে সাতবার থুথু দিয়ে তা দ্বারা পশুটিকে ঝাড়বে। এরপর পশুটির ওপরেও থুথু নিক্ষেপ করবে। ইনশাআল্লাহ এতে আরোগ্য হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৭২-৭৩)

মনের কাঠিন্য দূর করার আমল

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۗ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۗ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۔

কোন ব্যক্তির মন যদি কারো প্রতি কঠিন হয়ে যায়, তাহলে তার মন নরম করার জন্য নতুন পাতিলের চাঁড়ার চাকার কাঠ দ্বারা এ ব্যক্তির নাম লিখে পরে অপক্ক মধু ও আঙ্গুরের সিরকা দ্বারা মাটির চারপাশে এ আয়াত লিখবে। এ লোকটি যে পুকুর বা কলের পানি খায়, তাতে সে চাঁড়াটি ফেলে রাখবে। এতে তার মন নরম হয়ে যাবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৭৪)

www.banglakitab.weebly.com

গাভীর দুধ বৃদ্ধি করার আমল

যদি গাভী বা কোন জীবের দুধ কমে যায়, তামার নতুন পাত্রে এ আয়াতটি (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ الخ) লিখে পবিত্র পানিতে ধুয়ে একে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ এতে নিশ্চয় দুধ বৃদ্ধি হবে।

অত্যাচারীর জ্ঞান হরণের আমল

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا ٭ وَ اُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

যদি কোন অত্যাচারী যালিম নানা রকমে কুবুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়, তাহলে বুদ্ধি নষ্ট করে লোকদেরকে তার কুচক্র থেকে বাঁচাতে ইচ্ছা করলে এ আয়াত শনিবারে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিসের ওপর লিখে তাকে ভোরে খালি পেটে খেতে দেবে। ফলে তার বুদ্ধিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কোন রকম চক্রান্তই সে করতে পারবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৯৩)

বদনযর ও যাদু দূর করার আমল

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ

www.banglakitab.weebly.com

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۔

তামার নতুন পাত্রে এ আয়াত লিখে এতে কুন্দুরের ধুনি দিয়ে পানিতে ধুয়ে তা পান করালে ও ঘরে ছিটিয়ে দেয়া হলে যাদুর তাছির দূর হয় এবং সে ঘরে করো ওপর যাদু তাছির করতে পারে না। এ পানিতে গোসল করা হলে যাদু ও বদনযর দূর হয়। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১০২)

ইচ্ছানুরূপ ঘুম ভাঙার আমল

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۔

এ আয়াত পড়ে ঘুমালে যে সময় ইচ্ছা করবে ইনশাআল্লাহ ঘুম ভেঙে যাবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১২৫)

মুখের অর্ধাঙ্গ এবং গ্যাস্ট্রিক বেদনার তদবীর

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ۔ (সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৪)

তামার পাত্র খুব পরিষ্কার করে গোলাপ ও জাফরান দ্বারা এ আয়াত লিখে পানিতে ধুয়ে লাকওয়াহ রোগীর মুখ ধুয়ে দেবে। মুখ ধোয়ার পরে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত এ পাত্রের ওপর দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখবে। এরূপ তিনদিন করলে লাকওয়াহ আরাম হয়। কুলেঞ্জ এবং রিয়াহওয়ালা ব্যক্তির ওপর এ পানি ছিটিয়ে দেয়া হলে আরোগ্য হয়।

www.banglakitab.weebly.com

নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ নেয়ার আমল

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ
اللّٰهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ـ (সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৮)

এ আয়াত নতুন কাপড়ের টুকরায় লিখে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির বা চোরের. নাম তাতে লিখবে। পরে যে বাড়ি থেকে লোক নিরুদ্দেশ হয়েছে বা মাল চুরি হয়েছে, তার দেয়ালে পেরেক দ্বারা লাগিয়ে রাখবে। ইনশাআল্লাহ চোরাইকৃত মাল বা নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি শীঘ্রই ফিরে আসবে।

সাপ-বিচ্ছু দূর করার আমল

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ
لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ـ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৪৩)

এ আয়াত তস্তরিতে কালি দ্বারা লিখে বরনুফের রস বা জয়তুন পাতার রসে ধুয়ে ঘরের মধ্যে ছিটিয়ে দেয়া হলে ঘরের মধ্যে যত সাপ-বিচ্ছু আছে আল্লাহর ইচ্ছায় সবই মরে যাবে। প্রতিদিন নিয়মিত শেষ রাতে জয়তুনের চারটি পাতায় লিখে বাড়ির চার কোণে প্রোথিত করলে সমস্ত মশা ধ্বংস হবে।

যুদ্ধে জয় লাভের আমল

ইমাম গাযযালী র. বলেছেন যে, কুরআনের চারটি আয়াত রয়েছে, যার প্রত্যেকটি দশটি করে মোট চল্লিশটি 'কাফ' আছে।

(প্রথম)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى ۘ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

www.banglakitab.weebly.com

الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۖ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا
مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ وَ
اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ۔

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৪৬)

(দ্বিতীয়)

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ۔

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৮১)

(তৃতীয়)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ
اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى
اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَلَا
تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا۔ (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৭৭)

(চতুর্থ)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ
لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ
الْمُتَّقِيْنَ۔

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াতগুলোর বৈশিষ্ট্য হল, এর দ্বারা সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং দুশমনের সাথে লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া যায়। যদি লড়াইয়ের ঝাণ্ডার ওপর এ আয়াতগুলো লিখে দেয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এতে জয়যুক্ত হয়। যদি এটা কাগজে লিখে আংটির মধ্যে বেঁধে হাকীম, মহাজন বা বড় লোকের কাছে যাওয়া যায়, তাহলে সেখানে খুবই সম্মান লাভ করা যায়।

(সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ২৭)

আয়াতুল কুরসির ফযীলত

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا
بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ
الْعَظِیْمُ ۔ لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ۙ۫ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ
بِالطَّاغُوْتِ وَ یُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ
وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۔ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی
النُّوْرِ ؕ۬ وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی
الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۔ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৫-২৫৭)

এ আয়াতসমূহ প্রত্যেক নামাযের পর একবার করে পঠ করলে শয়তানের প্ররোচনা ও অপকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা রীতিমত পাঠ করা হলে গরীব ধনবান হয় এবং এমন স্থান থেকে জীবিকা আসতে থাকে, যার ধারণাও সে করতে পারে না। যদি সকাল ও সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকার ও শোয়ার সময় পাঠ করে, তাহলে চুরি, পানিতে ডুবা, আগুনে পোড়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পায় এবং রোগ থাকলে তা আরোগ্য হয়। সব রকম ভয়ভীতি দূর হয়। চাঁড়ার মধ্যে লিখে মালের ভেতর রেখে দেয়া হলে চোর ও নানান উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বিদেশে বিপদের সময় আয়াতুল কুরসী এবং—

www.banglakitab.weebly.com

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

পুরা এ দুই সূরা এবং—

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۔ (সূরা তাওবা, আয়াত-৫১)

পাঠ করে নিজের চারদিকে একটি কুণ্ডলীরেখা টেনে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকবে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কোন জীব-জন্তু বা ভূত-প্রেত রেখার ভেতরে এসে অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম হবে না।

দুশমন বরবাদীর তদবীর

দুশমনের ঘর বিরান করতে হলে শনিবার দিন একটি কাঁচা চাঁড়া তৈরি করবে। শনিবারে পুরাতন কবরস্থানের কিছু মাটি আনবে, সামান্য মাটি কোন বিরান ঘর থেকে এবং আরো কিছু মাটি একটি এমন ঘর থেকে আনবে, যেখানের বাসিন্দা মরে গিয়েছে এবং ঘরটি খালি পড়ে আছে, এ তিন প্রকার স্থানের মাটি সংগ্রহ করে এ চাঁড়াটিতে লিখবে—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ۔

এরপর চাড়াটি খুব মিহি করে পিষে অন্য তিন প্রকার মাটির সাথে তা মেশাবে, এরপরে মাটির চূর্ণগুলো শনিবারে প্রথম প্রহরে দুশমনের ঘরে ছিটিয়ে দেবে। এ আমল করা হলে দুশমনের ঘর উজাড় হয়ে যাবে; কিন্তু প্রথমে কোন ভাল আলেমের কাছ থেকে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে নেয়া প্রয়োজন, অন্যথায় গোনাহগার হতে হবে।

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৬৪)

www.banglakitab.weebly.com

দাদ দূর করার তদবীর

فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِیْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ

দাদের ওপর এটা লিখলে ইনশাআল্লাহ দাদ নির্মূল হয়।

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৬৬)

কর্জ থেকে অব্যাহতি ও রুজী বৃদ্ধির আমল

নিয়মমত সূরা আলে-ইমরান পাঠ করা হলে কর্জ থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। প্রত্যেক দিন ৭ বার করে পাঠ করা হলে কর্জ দূর হয় ও গায়েবী রুজী-রোজগার আসে।

নানা প্রকার অনিষ্ট দূর করার আমল

الٓمّٓ ۔ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۔ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ۔ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ ؕ

এ আয়াতগুলো মেশক-জাফরান দ্বারা লিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে একটি নল কেটে আনবে। নলটির ভেতরে লিখা কাগজ রেখে মোম দ্বারা বন্ধ করে শিশুর গলায় বেঁধে দেয়া হলে ভূতে পাওয়া, পেঁচার দোষ এবং বদনযরের দোষ দূর হয়। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১-৪)

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির তদবীর

هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ
الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۚ وَ مَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ
یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۔ رَبَّنَا لَا
تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ۔

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াত যেহেন ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য খুবই উপকারী। জুমুআর দিন সবুজ বর্ণের কাগজে জাফরান ও গোলাপ পানি দ্বারা লিখে খাল বা নদী থেকে স্রোতের পানি এনে ধুয়ে নেবে। সে পানি সাত জুমুআ পর্যন্ত সূর্যোদয়ের পূর্বে খালি পেটে পান করবে। সে দিনগুলোতে গোশত খাবে না এবং সন্দেহযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করবে না। ইনশাআল্লাহ এতে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হবে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৭-৯)

রুজী-রোজগার বৃদ্ধির আমল

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

ফরয ও নফল নামাযসমূহের পর এবং ঘুমের সময় এ আয়াত দুটি পড়তে থাকলে আয়-উপার্জনে সফলতা আসে এবং দরিদ্রতা দূর হয়।

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ২৬-২৭)

গুপ্ত বিদ্যা অর্জনের তদবীর

কেউ যদি গায়েব থেকে কিমিয়া বা অন্য কোন গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা করার ইচ্ছা রাখে, তাহলে তার কর্তব্য যে, প্রথমে গোসল করে চল্লিশ দিন একাধারে রোযা রাখবে; কিন্তু এ রোযাগুলোতে সন্দেহযুক্ত খাদ্য দ্বারা ইফতার করবে না। এ দিনগুলোতে প্রতি রাতে ঘুমের সময় وَاللَّيْلِ ـ وَالشَّمْسِ ـ وَالضُّحٰى اَلَمْ نَشْرَحْ সূরাগুলো সাত সাতবার এবং ওপরের আয়াত অর্থাৎ, قُلِ اللّٰهُمَّ الخ সাতবার করে পড়বে এবং পরে দরূদ পাঠ করে দু'আ করবে চল্লিশ দিন, পূর্ণ না হতেই স্বপ্নে বা জাগ্রতাবস্থায় তাকে কেউ প্রার্থিত বিদ্যা শিক্ষা দেবে।

গুপ্তধন প্রাপ্তির আমল

যদি কেউ গুপ্তধনের খবর জানতে চায়, তাহলে এ قُلِ اللّٰهُمَّ الخ আয়াতটি মেশক ও জাফরান দ্বারা তামার পাত্রে লিখবে; পরে সবুজ হরতকী এবং অন্য কোন সবুজ পাকা ফলের রস দ্বারা অক্ষরগুলো ধুয়ে কাল মুরগী বা কাল হাঁসের পিত্ত এবং পাঁচ মিসকাল ওজনের ইস্পাহানী সুরমা এ পানিতে খুব ভাল করে পিষবে, যাতে সবগুলো দ্রব্য মিশে সুরমার মত হয়ে যায়; কিন্তু রাতে পিষতে হবে, যাতে রোদ না লাগে। এ সুরমাগুলো একটি কাঁচের শিশিতে রেখে দেবে এবং আবনুসের সলা দ্বারা ব্যবহার করবে। ব্যবহারের নিয়ম এটাই যে, বৃহস্পতিবারে রোযা রেখে পরবর্তী রাতের অর্ধাংশগত হওয়ার পর প্রথমে কিছুক্ষণ দরূদ পাঠ করে ওপরোক্ত আয়াত সত্তরবার পড়বে। এরপর ৭০ বার ইস্তিগফার ও ৭০ বার দরূদ পাঠ করে প্রথমে ডান চোখে তিনবার ও পরে বাম চোখে তিনবার সুরমা ব্যবহার করবে। এ আমল সাত বৃহস্পতিবার করবে। অর্থাৎ, দিনে রোযা রাখবে এবং রাতে রীতিমত দরূদ, ইস্তিগফার ও আয়াত পাঠ করে এ সুরমা আবনুসের সলা দ্বারা চোখে ব্যবহার করবে। এ নিয়ম পালনে সে ব্যক্তি কয়েকজন গায়েবী জীবাত্মাকে দেখতে পাবে এবং তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিজের মাকছুদের কথা জানতে পারবে।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের আমল

اَلّٰلّٰكَ এ শব্দটির অক্ষরগুলো পৃথক পৃথক করে এভাবে লিখবে, ا ل م ل ك প্রতিদিন এ আয়াত (قُلِ اللّٰهُمَّ الخ) চল্লিশবার এরূপে পড়বে যে, প্রত্যেকবার পড়ে মধ্যের হরফটিকে দেখবে। এ নিয়ম পালনে তার দ্বীন-দুনিয়ার কাজ সুশৃঙ্খল হবে এবং মকসুদ সহজে পূর্ণ হবে।

গর্ভরক্ষার আমল

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ـ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰی وَ

www.banglakitab.weebly.com

اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىٓ
اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ
حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

এ আয়াতসমূহ গোলাবজল ও জাফরান দ্বারা হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে গর্ভবতী মহিলার ডান কোকে বেঁধে দেয়া হলে গর্ভস্থ সন্তান নিরাপদে থাকে এবং কোন অনিষ্ট হয় না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তা খুলে ফেলতে হয়। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৩৫-৩৭)

এ আয়াতসমূহ গোলাপজল ও জাফরান দ্বারা হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে গর্ভবতী মহিলার ডান কাঁধে বেঁধে দেয়া হলে গর্ভস্থ সন্তান নিরাপদে থাকে এবং কোন অনিষ্ট হয় না। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তা খুলে ফেলতে হয়।

শিশুকে বালা-মসিবত থেকে রক্ষার তদবীর

এ আয়াত মেশ্‌ক ও জাফরান দ্বারা লিখে তামার বা লোহার তাবীজে রেখে শিশুর গলায় বাঁধলে বালা-মসিবত থেকে হিফাযত থাকে এবং সামান্য দুধ পান করেই শান্ত থাকে এবং কান্নাকাটি করে না। এতে মায়ের দুধও বাড়ে এবং শিশু শীঘ্র রিষ্টপুষ্ট হতে থাকে।

জীবিকা বৃদ্ধির আমল

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

বৃহস্পতিবারে কোন সৌভাগ্যশালী লোকের জামার টুকরায় এ আয়াত লিখে দোকানে, বাড়িতে বা বেচা-কেনার স্থানে লটকিয়ে রাখা হলে খুবই বেচাকেনা হয়। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৭৩)

www.banglakitab.weebly.com

বেকার সমস্যা সমাধানের আমল

কোন বেকার লোক এ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ আয়াত লিখে বাহুতে বাঁধলে কাজ পায়। বিবাহের পয়গাম করা হয়েছে এমন ব্যক্তি তা বাঁধলে পয়গাম মঞ্জুর হয়।

শ্বাসকষ্ট রোগের তদবীর

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ـ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-৮৩-৮৫)

মাটির নতুন পাত্রে এ আয়াতগুলো লিখে বৃষ্টির পানি বা যে কূয়ায় রোদ না পড়ে এবং পানি খুব ঠাণ্ডা ও মিষ্ট হয়, এমন কূয়ার পানিতে (বা টিউওয়েলের তাজা পানিতে) ধুয়ে শ্বাসকষ্টবিশিষ্ট রোগীকে পান করালে আল্লাহর রহমতে আরোগ্য হয়।

অনুগতকরণের তদবীর

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১০৩-১০৪)

www.banglakitab.weebly.com

শুক্লপক্ষের কোন দিনে হরিণের পাতলা চামড়া তুঁতের (এক প্রকার ফল) আরকে লিখে বাজুতে বাঁধবে। নীচে يا مؤلف القلوب الف بين فلان وفلان লিখে দেবে। প্রথম فلان শব্দটির স্থান তাবীজ ব্যবহারকারীর নাম ও দ্বিতীয় فلان এর স্থানে যাকে অনুগত ও আসক্ত করা উদ্দেশ্য তার নাম লিখবে। রাগান্বিত থাকলে রাগ দূর হয়ে যাবে, দুশমনী থাকলে তাও দূর হবে। এটা ব্যবহারে লোকের কাছে খুবই ইজ্জত লাভ করা যায়। বক্তার বাহুতে বেঁধে রেখে বক্তৃতা করা হলে তার বক্তৃতায় খুবই তাছির হয়।

শত্রুর ওপর জয়লাভের আমল

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَ اِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ـ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ـ (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১১১-১১২)

শনিবারে দিনের ছয় ঘণ্টায় এটি তরবারি, ঢাল নেজা, বন্দুক বা অন্য কোন হাতিয়ারের ওপর খোদাই করবে। যে ব্যক্তি খোদাই করবে, সেদিন তার রোযা রাখতে হবে। যদি এ হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধে যায় ইনশাআল্লাহ, বিজয় সুনিশ্চিত।

মাকসুদ পূর্ণ ও ভয় দূর করার তদবীর

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلٰٓى ـ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ

www.banglakitab.weebly.com

هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ـ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ

শত্রু কিংবা রাতে জ্বীন-পরীর ভয় হলে, প্রত্যেক জুমুআর রাতে অর্ধ রাতের সময় ওযূর সাথে এ আয়াত লিখবে। পরে লেখক ফজর বাদ সূর্য উর্ধ্বে ওঠা পর্যন্ত বসে বসে যিকির-আযকার করতে থাকবে। এরপর দুই রাকাআত নফল নামায পড়বে।

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১২২-১২৬)

প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী এবং দ্বিতীয় রাকআতে ফাতিহার পর সূরা বাকারার ২৮৫নং اٰمَنَ الرَّسُوْلُ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। নামাযের পর ৭ বার ইস্তিগফার ও ৭ বার—

حَسْبِيَ اللّٰهُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

(সূরা তাওবা, আয়াত ঃ ১২৯) পাঠ করবে। এরপর নতুন ওযূ করে ওপরোক্ত (اِذْهَمَّتْ الخ) আয়াত লিখে নিজের কাছে রাখবে এতে মাকসুদ পূর্ণ হবে; ভয় দূর হবে।

রক্তস্রাব দূর করার তদবীর

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۗ

১. নাক দিয়ে রক্ত পড়লে এ আয়াত লিখে রোগীর নাকের ওপর দুই চোখের মধ্যস্থলে বাঁধবে।

২. কোন মহিলা অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হলে এ আয়াত তিন খণ্ড কাগজে লিখে একটি তার জামার সামনে, একটি পিছনের দিকে নিম্নাংশ বাঁধবে, তৃতীয়টি তলপেটে বাঁধবে; এতে আল্লাহর ইচ্ছায় শীঘ্রই আরোগ্য হবে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৪৪)

www.banglakitab.weebly.com

ঈমান পরিপক্ক করার আমল

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ـ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

এ আয়াতগুলো সর্বদা তিলাওয়াত করলে ঈমান তাজা থাকে, অন্তর পরিষ্কার হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নেকনামী হয়। এটি কাঠের পেয়ালায় লিখে যমযমের পানিতে ধুয়ে খেলে রাতে ইচ্ছামত সময়ে জাগ্রত হওয়া যায়। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৯০-১৯৪)

তর্কে জয়লাভ করার আমল

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ـ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ـ

কারো সাথে তর্কে জয়লাভ করতে হলে রবিবারে রোযা রেখে চামড়ার টুকরায় এ আয়াত লিখে নিজ শরীরে ধারণ করবে। দুলা-দুলহান গোলাব ও জাফরান দ্বারা তা লিখে পাগড়ী বা সামনের চুলে বাঁধলে তাদের খুব সম্মান ও সমাদর হয়। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৭৪-১৭৫)

www.banglakitab.weebly.com

শরীর-মন নির্মল ও চিন্তা দূর করার আমল

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ. يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ. يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ.

সূর্যোদয়ের পূর্বে আয়াতগুলো ডান হাতের তালুতে লিখে জিহ্বায় চেটে খাবে। ক্রমান্বয়ে এরূপ সাত দিন করলে শরীর ও মন নির্মল হয়, চিন্তা দূর হয়, সবর হয়, মন নরম হয় এবং মনে মুসলমান ভাইদের প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। (সূরা মায়িদা, আয়াত ঃ ১৮-২১)

যালিমের যুলুম থেকে মুক্তির আমল

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ. قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.

যদি কোন যালিম লোকদেরকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয় ও অযথা অত্যাচার করে, যদি ধৈর্য এবং নম্রতায় তার অত্যাচারের মাত্রা না কমে, তাহলে বৃহস্পতিবারে রোযা রেখে ইশার নামাযের পর কোন ওয়াক্ফ ঘরের এক

www.banglakitab.weebly.com

মুষ্টি মাটি এনে এ আয়াত ত্রিশবার পাঠ করে এতে ফুঁক দেবে। সে মাটি অত্যাচারীর ঘরে রেখে নিশ্চিন্তে বসে তার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় থাকবে। (সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ৫৯-৬০)

সভায় বিবাদ সৃষ্টি করার আমল

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۚ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۚ وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

এ আয়াত হরমূল পাতার আরকে তা ধুয়ে পানি এ ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে বর্ণিত সভা বা কমিটির স্থানে ফেলে দেবে। আল্লাহর রহমতে তারা আর একত্রিত হতে সক্ষম হবে না। (সূরা মায়িদা, আয়াত ঃ ৬৪)

পশু রক্ষার আমল

সূরা আনআম তাবীজরূপে লিখে পশুর গলায় বেঁধে দেয়া হলে সেটা সব রকম আপদ-বিপদ থেকে ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকে।

ব্যথা-বেদনা দূর করার আমল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ـ

সকাল-বিকাল সাতবার করে এ আয়াতটি পাঠ করে শরীরে হাত বুলালে সব রকম ব্যথা-বেদনা ইনশাআল্লাহ দূর হয়। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১)

ক্রোধ দমন

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াত পাঠে ক্রোধ দূর হয়। ক্রোধাবস্থায় খাড়া থাকলে বসে পড়বে, বসা থাকলে খাড়া হয়ে যাবে। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১৩)

পক্ষাঘাত দূর করার আমল

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ.

পক্ষাঘাত বা হাতে বা হৃদয়ে বেদনা হলে এ আয়াতগুলো তাবীজরূপে ব্যবহার করলে ইনশাআল্লাহ আরাম হয়। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১৭-১৮)

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয় অধ্যায়

বিস্‌মিল্লাহর ফযীলত

১. শায়খ আবু বকর সিরাজ র. বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ পুরা বিসমিল্লাহ ৬২৫ বার লিখে নিজের সাথে রাখে, তাহলে সকল লোকের মনে তার প্রভাব বসে যাবে এবং কেউ তার অনিষ্ট করতে সক্ষম হবে না। এটা বহু পরীক্ষিত আমল।

২. বিস্‌মিল্লাহ বার হাজারবার এ নিয়মে পাঠ করবে যে, এক হাজারবার হলে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিজের মকসুদের জন্য দু'আ করবে। এ নিয়মে বার হাজারবার খতম করবে যত বড় মকসুদই হোক না কেন, আল্লাহর রহমতে পূর্ণ হবে।

সূরা ফাতিহার বরকত

১. জুমুআর নামাযে ইমাম সালাম ফেরানোর পর সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস প্রত্যেকটি সাতবার করে পড়বে। এতে দ্বীন-দুনিয়ার উভয় দিকের উন্নতি লাভ হবে। সন্তান-সন্তুতি বালা-মসিবত থেকে রক্ষা পাবে।

২. ইমাম জাফর সাদেক র. থেকে বর্ণিত আছে, সূরা ফাতিহা চল্লিশবার পড়ে পানিতে দম করে জ্বরাক্রান্ত রোগীর মুখে ছিটা দেয়া হলে, আল্লাহর রহমতে জ্বর দূর হয়।

আয়াতুল কুরসীর বরকত

১. বুখারীর হাদীসে আছে, ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সমস্ত রাতের জন্য তার প্রতি একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হন এবং তাকে শয়তান থেকে হিফাযতে রাখেন।

২. নীচের আয়াতগুলো লিখে একটা নলের ভেতর রেখে, নলটির মুখ মধু-মক্ষিকার সদ্য মোম দ্বারা বন্ধ করে তা চামড়ায় সেলাই করে বন্ধ করবে। এটা তাবীজরূপে ডান বাজুতে বাঁধলে মনে সাহস বাড়ে, দুশমন তাকে দেখে ভয় পায়, লোকসমাজে সম্মান বাড়ে, দরিদ্রতা দূর হয়, ভয়ভীতি দূর হয়, যাদু ও উন্মাদনা দূর হয়, জেল থেকে মুক্তিলাভ হয়, ঋণগ্রস্ত হলে তা

থেকে মুক্তি হয়, বিদেশে থাকলে শান্তির সাথে ঘরে ফিরে, কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ না হলে এ নিয়ম পালন করলে তার বিয়ে হয়, দোকানে রাখলে ব্যবসায়ে খুবই উন্নতি হয়, ছেলেদের গলায় বাঁধলে তারা সব রকম বালা-মছিবত থেকে মুক্ত থাকে। এটা সাথে রেখে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে কবুল হয়, এটা সাথে রাখলে সব রকম চিন্তা-ভাবনা দূর হয়। আয়াতগুলো হচ্ছে—

(١) الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১-৫)

(٢) الٓمّٓ ـ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ـ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১-৪)

(٣) الٓمّٓصٓ ـ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ (সূরা আরাফ, আয়াত ঃ ১-২)

(٤) الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ (সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ১)

(٥) كٓهٰيٰعٓصٓ ـ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ـ (সূরা মারইয়াম, আয়াত ঃ ১-২)

(٦) طٰهٰ ـ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ـ (সূরা ত্ব-হা, আয়াত ঃ ১-২)

www.banglakitab.weebly.com

(৭) طٰسٓمٓ ۔ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۔ (সূরা শু'আরা, আয়াত ঃ ১-২)

(৮) طٰسٓ ۔ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۔ (সূরা নমল, আয়াত ঃ ১)

(৯) يٰسٓ ۔ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۔ (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ঃ ১-২)

(১০) صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۔ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۔
(সূরা ছোয়াদ, আয়াত ঃ ১-২)

(১১) حٰمٓ ۔ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۔ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ
التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۔
(সূরা মুমিন, আয়াত ঃ ১-৩)

(১২) حٰمٓ ۔ عٓسٓقٓ ۔ كَذٰلِكَ يُوْحِىْٓ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔ (সূরা শূরা, আয়াত ঃ ১-৩)

(১৩) قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۔ (সূরা ক্বাফ, আয়াত ঃ ১)

(১৪) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۔ (সূরা ক্বলম, আয়াত ঃ ১)

বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধান

রজব চাঁদের প্রথম বৃহস্পতিবারে নিচের হরফগুলো রূপার আংটিতে খোদাই করে ধারণ করলে সকল প্রকার বিপদ দূর হয়। যদি হাকীম মহাজনের কাছে যায় সম্মান লাভ হয় এবং সকল কাজ সমাধা হয়, ক্রোধান্বিত লোকের মাথায় হাত রাখলে রাগ দমন হয়, পিপাসার সময় তা চুষলে পিপাসা দূর হয়, এটা রাতে বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়ে রেখে ভোরে খালি পেটে সে পানি পান করলে মেধাশক্তি বাড়ে, বেকার লোক এটা ধারণ করলে কাজের সংস্থান হয়, মৃগী রোগী ধারণ করলে রোগ দূর হয়। অক্ষরগুলো হচ্ছে—

الٓمٓ ۔ الٓمٓصٓ ۔ الٓمٓرٰ ۔ الٓرٰ ۔ كٓهٰيٰعٓصٓ ۔ طٰهٰ ۔ طٰسٓ ۔ يٰسٓ ۔ صٓ ۔ حٰمٓ ۔ عٓسٓقٓ ۔
قٓ ۔ نٓ والْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۔

www.banglakitab.weebly.com

শত্রু দমনের আমল ও তদবীর

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ
فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۔ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَ
إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

শত্রুর পরিধেয় কাপড়ে তার নাম সাতবার, তার মাতার নাম সাতবার লিখবে। এরপর নামগুলোর চারদিকে একটি কুণ্ডলী টানবে, কুণ্ডলীর বাইরে ওপরোক্ত আয়াতগুলো লিখবে এবং এর ওপরেও আর একটি কুণ্ডলী টেনে দেবে। এ রকম তিনটি কুণ্ডলী বানাবে। এরপর কাপড়টি ভাঁজ করে একটি মাটির নতুন হাঁড়িতে রেখে শনিবারে শত্রুর ক্ষতিসাধন হয়; কিন্তু যে স্থান শত্রুর ক্ষতি করা জায়েয; এরূপ স্থানেই এর ব্যবহার করবে।

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৬-২০)

বাগান ও শস্যক্ষেত্রের হিফাযতের তদবীর

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَ
أَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۔ (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২১-২২)

বৃহস্পতিবার গোসল করে রোযা রাখবে এবং পরদিন (শুক্রবার) বাগান বা ক্ষেতের চার কোণে দুই রাকয়াত করে নফল নামায পড়বে, প্রথম রাকয়াতে

www.banglakitab.weebly.com

সূরা ফাতিহার পর وَالتِّيْنِ এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে ফাতিহার পর اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ও لِإِيْلَافِ সূরা পাঠ করবে। এরূপে ক্ষেত বা বাগানের মধ্য স্থানেও দুই রাকায়াত নামায পড়বে। পরে যয়তুন কাঠের কলম কেটে জাফরান সহকারে নিচের আয়াত সেস্থানের কোন এক গাছের সবুজ পাতায় লিখবে। পরে উদের ধুনি দিয়ে ক্ষেতের বাগানের ভেতরে যেদিক দিয়ে পানি আসে সেদিকে পুঁতে রাখবে, আর একটি পাতায় তা লিখে যেদিকে পানি শেষ হয় সেদিকে পুঁতবে এবং তৃতীয় পাতায় তা লিখে সেস্থানের কোন একটি উচ্চ গাছে ঝুলিয়ে রাখবে। যদি এরূপ করা যায় আল্লাহর রহমতে বাগান বা খেতে কোন প্রকার আপদ-বিপদ দেখা দেবে না।

বাগানে ফলোৎপাদনের আমল

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

বাগানের কোন গাছে ফল-ফুল না হলে একে ফলবান করার জন্য বৃহস্পতিবারে রোযা রাখবে এবং কেবল লাউ দ্বারা ইফতার করবে। মাগরিবের নামায পড়ে নিচের আয়াত এক টুকরা কাগজে লিখবে এবং কারো সাথে কথা না বলে এ বাগানের মধ্যস্থলে কোন এক গাছের ওপর এ কাগজটি বাঁধবে। যে গাছটিতে বাঁধা হয়েছে, তাতে ফল থাকলে ভাল, নতুবা কাছের কোন এক গাছের কিছু ফল খেয়ে তিন ঢোক পানি পান করে চলে আসবে। এরূপ করা হলে বাগানের ফলবিহীন গাছগুলোতে ফল উৎপন্ন হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৫)

জ্বীন হাজির করার আমল

যে চাঁদের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হয়, সেদিন গোসল করে রোযা রাখবে। সন্ধ্যায় যবের রুটি, চিনি ও শক দ্বারা ইফতার করবে (এরপর আর কিছু খাবে না) এবং ইশার নামায পড়ে সময়মত ঘুমাবে। মাঝরাতে ওঠে ওযূ করে পশ্চিমমুখী বসে—

www.banglakitab.weebly.com

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

এ আয়াত ৩৩ বার পড়বে। পরে এ আয়াত গোলাব, মেশক ও জাফরান দ্বারা কাঁচের পাত্রে লিখবে এবং শিশিরের পানিতে ধুয়ে পান করে ঘুমাবে। ক্রমাগত এরূপ সাতদিন করবে। শেষ দিন এ আয়াতগুলো সত্তরবার পড়বে। কিন্তু যে বাড়িতে পড়বে সেখানে যেন অন্য লোক না থাকে। পড়ার সময় উদ কাঠ ইত্যাদির ধোঁয়া দেবে। পাঠ শেষ করে পরিহিত কাপড়গুলো পরনে রেখেই ঘুমিয়ে থাকবে। এ তদবীরের দ্বারা জ্বীন আয়ত্তে এসে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কথা শোনায়। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৩০)

গুপ্ত রহস্য ভেদ করার আমল

যদি কোন মহিলার গুপ্ত কথা জানতে ইচ্ছা হয় এবং শরীয়ত অনুযায়ী তা জানা জায়েয় হয়, তাহলে কোন নাবালেগা মেয়ের পরিহিত কাপড়ে রবিবার দিনগত রাতে পাঁচ ঘটিকা গত হওয়ার পর লিখবে—

یٰبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْٓ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِیْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَ اِیَّایَ فَارْهَبُوْنِ۔ وَ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۠ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا ۫ وَّ اِیَّایَ فَاتَّقُوْنِ۔ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

এরপর যে মহিলার গোপন কথা জানা দরকার কাপড়টি নিদ্রিতাবস্থায় তার বুকের ওপর রেখে দেবে। যদি এরূপ করে সে যা কিছু করেছে, তা ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড়িয়ে বলে দেবে। কিন্তু যেস্থানে কোন মহিলার গোপন কথা জানা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয, সেস্থানেই শুধু এরূপ করা যাবে। অপব্যবহারে গোনাহগারে পরিণত হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৪০-৪২)

www.banglakitab.weebly.com

মনের অস্থিরতা ও চিন্তা-ভাবনার দূর করার আমল

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۔

এ আয়াতগুলো শয়নকালে সাতবার পাঠ করলে চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকা যায়। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১৭-১৮)

চোখের হিফাযতের তদবীর

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَ الْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۔

কারো দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলে বা অন্য কোন অঙ্গে শিথিলতা দেখা দিলে তিন দিন একাধারে রোযা রাখবে এবং দুধ ও চিনি দ্বারা ইফতার করবে। অর্ধরাতে ওঠে তামার কলম দ্বারা জাফরান ও গোলাব সহকারে রোগী নিজের ডান হাতে এ আয়াত লিখবে বা অন্যের দ্বারা লিখবে এরপর চেটে খাবে। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৩৬)

মশা ও বিচ্ছু দূর করার তদবীর

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

তামার তস্তরিতে আবে রায়হান দ্বারা আয়াতটি লিখবে। অন্য একটি পাত্রে কিছু জিরা সমস্ত রাত ভিজিয়ে রাখবে। সে জিরা ভেজান পানিতে লেখাগুলো ধুয়ে ঘরে কয়েকবার ছিটিয়ে দেয়া হলে ঘরের সমস্ত মশা ও বিচ্ছু নষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৪৪-৪৫)

গোপন কথা জানার তদবীর

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا

www.banglakitab.weebly.com

يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ وَ هُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ـ ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ـ

এ আয়াতসমূহ রেশমী কাপড়ে লিখে শিয়রে রেখে ঘুমানোর সময় আল্লাহর কাছে দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ! অমুক বিষয়ের গুপ্ত রহস্য অবগত হওয়া দরকার। তুমি নিজ রহমতে তা আমাকে স্বপ্নে দেখিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ স্বপ্নে এর প্রকৃত তথ্য দেখতে পাবে বলে আশা করা যায়। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৫৯-৬২)।।

আশ্চর্য সংবাদ জানার তদবীর

কোন আশ্চর্য সংবাদ জানতে ইচ্ছা হলে ওপরোক্ত وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الخ আয়াত ওযূসহ লিখে বাহুতে ধারণ করে পবিত্র বিছানায় ঘুমাবে। ভোরে ওঠে প্রথমে যে ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হবে সে তোমাকে ইনশাআল্লাহ কোন আশ্চর্য সংবাদ শুনাবে।

বিপদে সহায়তা

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ـ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ـ

সাগর বা নদী পথে ভ্রমণকালে তুফান ওঠে বিপদ উপস্থিত হলে ওপরোক্ত আয়াত লিখে সাগরের পানিতে ফেলে দেবে। ইনশাআল্লাহ এতে তুফান কমে সাগর বা নদী শান্তভাব ধারণ করবে।

(সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৬৩-৬৪)

www.banglakitab.weebly.com

সম্মানলাভের তদবীর

সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৬৩-৬৪ কাঁচের পাত্রে গোলাব ও জাফরান দ্বারা লিখে, খাঁটি মধুতে ধুয়ে ইস্পাহানী সুরমায় মিশিয়ে চোখে লাগিয়ে লোক সমাজে প্রবেশ করার পর খুবই সম্মান পাওয়া যাবে।

নৌকার হিফাযতের তদবীর

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۔ وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۔

জুমুআর দিন ওযূসহ সেগুন কাঠের তক্তায় আয়াতটি লিখে নৌকার সামনের গলুইতে যদি বেঁধে দেয়া যায় নৌকাটি সর্বপ্রকার বিপদ থেকে হিফাযতে থাকে। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৯৬-৯৭)

ঝড়-তুফান থেকে রক্ষার আমল

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۔

এ আয়াত বেশি পরিমাণ পাঠে তুফান বন্ধ হয় এবং পাঠকারী অত্যাচারী ও দুষ্ট লোকের নযর থেকে নিরাপদে থাকে। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১০৩)

বাগানে অধিক ফল উৎপাদনের আমল

وَ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَ لَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۔

এ আয়াত যয়তুনের কাঠে লিখে বা খোদাই করে বাগানের প্রবেশ পথে যদি লটকিয়ে দেয়া যায় বাগানে খুব বেশি পরিমাণে ফল উৎপাদন হয়।
যবেহ করা ভেড়ার চামড়ায় তা লিখে কোন জীবের গলায় বাঁধা হলে তার সৌন্দর্য বাড়ে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পায়। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১৪১)

www.banglakitab.weebly.com

চোরের শাস্তি

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

কারো কোন কছু চুরি হলে বা কেহ পলায়ন করলে পুরাতন মশ্কের টুকরায় বা শুকনা কদুর ছালে গোল রেখা টেনে রেখার ভেতরে এ আয়াত লিখবে, লিখার বাইরে মায়ের নামসহ চোর বা পলাতক ব্যক্তির নাম লিখে এমন স্থানে মাটিতে পুঁতে রাখবে, যেখানে কেউ চলাফেরা করে না; ইনশাআল্লাহ চোর বা পলাতক ব্যক্তি অস্থির হয়ে ফিরে আসবে বা চোরাই মাল রেখে যাবে। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৭১)

সুবুদ্ধি উদয়ের আমল

وَ كَذٰلِكَ نُرِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ۔ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۔ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ۔ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

গোলাব ও জাফরান দ্বারা ওপরোক্ত আয়াতগুলো লিখে নহরের পানিতে যদি ধুয়ে পান করে তাহলে বুদ্ধি সঠিক হয় এবং কাজকর্মে সুবুদ্ধির উদয় হয়। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৭৫-৭৯)

www.banglakitab.weebly.com

শয়তান থেকে আত্মরক্ষার আমল

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ
النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ
الْعٰلَمِيْنَ۔

এ আয়াত ঘুমানোর সময় যদি পাঠ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং কঠিন রোগ থেকে নিরাপদে থাকা যায়। (সূরা আরাফ, আয়াত ঃ ৫৪)

নিদ্রা দমনের আমল

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ
النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ
.اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ۔ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى
الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِيْنَ۔

এটা পড়ে যদি নিদ্রা দমনের জন্য দু'আ করা হয়, তাহলে সহজে নিদ্রা দূর হয়ে যায়। (সূরা আরাফ, আয়াত ঃ ৫৪-৫৬)

বদনযর, কলিজা বেদনা ইত্যাদি দূর করার তদবীর

সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ৫৪-৫৬ গোলাব, জাফরান ও মেশক দ্বারা লিখে ধারণ করলে ইনশাআল্লাহ বদনযর, কুচক্রীর কুচক্র এবং কলিজা বেদনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, দুশমন এবং সাপ-বিচ্ছু ক্ষতি করতে সক্ষম হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

জীবিকা বৃদ্ধির আমল

وَ لَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۔

জুমুআর নামাযের পর তা লিখে দোকানে বা বাড়িতে রেখে দিলে রোজগার বাড়ে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১০)

ইবাদতে শক্তি বৃদ্ধির আমল

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ۔

শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবারে নতুন জামা পরিধান করে (নতুন জামা পরার) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে দুই রাকয়াত শোকরানার নামায পড়বে। পরে উল্লিখিত আয়াত কাঁচের পাত্রে চামেলী তেল দ্বারা লিখবে এবং গোলাবজল দ্বারা ধুয়ে এ তেল চেহারায় মাখবে। এরপর যয়তুনের পাতায় তা লিখে জামার গলায় রাখলে জামা পরিধানকারীর ইবাদতের ক্ষমতা জন্মে এবং তাওবার তাওফিক হয়। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ২৬)

সেহের, বদনযর ও বিষ দূর করার তদবীর

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۔ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াতগুলো কাঁচা আঙ্গুরের আরক ও জাফরান দ্বারা লিখে পানিতে ধুয়ে গোসল করলে বদনযর ও সেহের-যাদু অকার্যকর হয়। খাদ্যের মধ্যে মিশিয়ে খেলে যহর ও বদনযর থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ৩১-৩৩)

দুশমনের দুশমনী দূর করার আমল

وَنَزَعْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۟ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ نُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

নতুন কাটা কলমে মিঠাই-এর ওপরে তা লিখে যাদের মধ্যে দুশমনী ও বৈরীভাব আছে, তাদেরকে খাওয়ালে বৈরীভাব দূর হয়ে ভালবাসার সৃষ্টি হয়। খুরমা, আঙ্গুর বা কুলের ওপর লিখে খাওয়ালেও অনুরূপ সুফল পাওয়া যায়। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ৪৩)

বুক বেদনার তদবীর

এ আয়াত (وَنَزَعْنَا الخ) মাটির নতুন পাত্রে যা সদ্য পোড়া হয়েছে, লিখে কূপের পানিতে ধুয়ে যদি পান করে বুক বেদনা দূর হয়।

গাছ ও খেতের হিফাযত

وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔

www.banglakitab.weebly.com

যয়তুন কাঠে ছেব ও আঙ্গুরের আরক এবং জাফরান দ্বারা তা লিখে আঙ্গুরের রসে ধুয়ে সামান্য পরিমাণ গাছের গোড়ায় ঢেলে এর ওপর ভালভাবে পানি ঢালবে। এতে ইনশাআল্লাহ পোকা ধরা, পচা ও ইঁদুর ইত্যাদি থেকে গাছ রক্ষা পাবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ৫৭)

ঘর হিফাযত করার আমল

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّ هُمْ نَآئِمُوْنَ ۔ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ۔ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۔

মহররম মাসের চাঁদের প্রথম তারিখে এটি কাগজে লিখে পানিতে ধুয়ে সে পানি যে ঘরে ছিটিয়ে দেয়া হয়, সে ঘর সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য বিষাক্ত কীট থেকে হিফাযতে থাকে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ৯৭-৯৯)

দু'আ কবুল ও জান্নাত লাভের আমল

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

অর্থাৎ আর আল্লাহর ভাল ভাল নাম আছে; এরপর তোমরা সে নামগুলো নিয়ে তাঁকে ডাক।

তিরমিযী শরীফসহ হাদীসের কিতাবে আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নামগুলোকে "আসমায়ে হুসনা" বলা হয়। এ নামগুলোর মাধ্যমে দু'আ কবুল হয়, এর আমলে জান্নাত পাওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে। কোরআন শরীফে নিম্নধারা অনুসারে আল্লাহর নামগুলো উল্লেখিত হয়েছে। بعضها صريحا وبعضها اشتقاقا (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৮০)

সূরা বাকারায় ২৬টি নাম আছে—

(١) مُحِيْطٌ (٢) قَدِيْرٌ (٣) عَلِيْمٌ (٤) حَكِيْمٌ (٥) تَوَّابٌ (٦) بَصِيْرٌ (٧) وَاسِعٌ (٨) بَدِيْعٌ (٩) سَمِيْعٌ (١٠) كَافٍ (١١) رَؤُفٌ (١٢) شَاكِرٌ (١٣) اِلٰهٌ

www.banglakitab.weebly.com

(١٤) وَاحِدٌ (١٥) غَفُوْرٌ (١٦) حَلِيْمٌ (١٧) قَابِضٌ (١٨) بَاسِطٌ (١٩) لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (٢٠) حَيٌّ (٢١) قَيُّوْمٌ (٢٢) عَلِيٌّ (٢٣) عَظِيْمٌ (٢٤) وَلِيٌّ (٢٥) غَنِيٌّ (٢٦) حَمِيْدٌ۔

সূরা আলে-ইমরানে তিনটি নাম—

(٢٧) قَائِمٌ (٢٨) وَهَّابٌ (٢٩) سَرِيْعُ الْحِسَابِ۔

সূরা নিসায় সাতটি নাম—

(٣٠) رَقِيْبٌ (٣١) حَسِيْبٌ (٣٢) شَهِيْدٌ (٣٣) غَافِرٌ (٣٤) غَفُوْرٌ (٣٥) مُقِيْطٌ (٣٦) وَكِيْلٌ۔

সূরা আনআমে পাঁচটি নাম—

(٣٧) بَاطِنٌ (٣٨) قَاهِرٌ (٣٩) قَادِرٌ (٤٠) لَطِيْفٌ (٤١) خَبِيْرٌ۔

সূরা আ'রাফে দুটি—

(٤٢) مُحْيِ (٤٣) مُمِيْتُ۔

সূরা আনফালে দুটি—

(٤٤) نِعْمَ الْمَوْلٰى (٤٥) نِعْمَ النَّصِيْرُ۔

সূরা হুদ সাতটি—

(٤٦) حَفِيْظٌ (٤٧) قَرِيْبٌ (٤٨) مُجِيْبٌ (٤٩) قَوِيٌّ (٥٠) مَجِيْدٌ (٥١) وَدُوْدٌ (٥٢) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ۔

সূরা রা'দে দুটি—

(٥٣) كَبِيْرٌ (٥٤) مُتَعَالٍ۔

সূরা ইব্রাহীমে একটি—

(٥٥) مَنَّانٌ۔

www.banglakitab.weebly.com

সূরা হিজরে একটি—

(٥٦) خَلَّاقٌ۔

সূরা মারইয়ামে দুটি—

(٥٧) صَادِقٌ (٥٨) وَارِثٌ۔

সূরা হজ্বে একটি—

(٥٩) بَاعِثٌ۔

সূরা মু'মিনূনে একটি—

(٦٠) كَرِيْمٌ۔

সূরা নূরে তিনটি—

(٦١) نُوْرٌ (٦٢) حَقٌّ (٦٣) مُبِيْنٌ۔

সূরা ফুরকানে একটি—

(٦٤) هَادِىٌ۔

সূরা সাবায় একটি—

(٦٥) فَتَّاحٌ۔

সূরা ত্ব-হায় একটি—

(٦٦) شَكُوْرٌ۔

সূরা মু'মিনে চারটি—

(٦٧) غَافِرٌ (٦٨) قَابِلُ التَّوْبِ (٦٩) شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٧٠) ذُو الطَّوْلِ۔

সূরা যারিয়াতে তিনটি—

(٧١) رَزَّاقٌ (٧٢) ذُو الْقُوَّةِ (٧٣) مَتِيْنٌ۔

সূরা তূরে একটি—

(٧٤) بَرٌّ۔

www.banglakitab.weebly.com

সূরা ক্বামারে একটি—

(৭৫) مُقْتَدِرٌ۔

সূরা আররাহমানে একটি—

(৭৬) ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔

সূরা হাদীদে চারটি—

(৭৭) اَوَّلٌ (٧٨) اٰخِرٌ (٧٩) ظَاهِرٌ (٨٠) بَاطِنٌ۔

সূরা হাশরে দশটি—

(৮১) قُدُّوسٌ (٨٢) سَلَامٌ (٨٣) مُؤْمِنٌ (٨٤) مُهَيْمِنٌ (٨٥) عَزِيْزٌ

(৮৬) جَبَّارٌ (٨٧) مُتَكَبِّرٌ (٨٨) خَالِقٌ (٨٩) بَارِئٌ (٩٠) مُصَوِّرٌ۔

সূরা বুরুজে দুটি—

(৯১) مُبْدِئٌ (٩٢) مُعِيْدٌ۔

সূরা ইখলাসে দুটি—

(৯৩) اَحَدٌ (٩٤) صَمَدٌ۔

সূরা ফাতিহায় পাঁচটি—

(৯৫) اَللّٰهُ (٩٦) رَبٌّ (٩٧) رَحْمٰنٌ (٩٨) رَحِيْمٌ (٩٩) وَمٰلِكٌ۔

অতএব, দেখা যায় যে, কুরআনে আল্লাহর যে সমস্ত নাম উল্লেখ রয়েছে, এর সমষ্টিও ৯৯টি হয়।

আল্লাহর নামের গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এ কিতাবের পরিশিষ্টে পৃথকভাবে আল্লাহর নামের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেও কিছু বর্ণনা করা হল ঃ اَلصَّمَدُ [১] এ নাম বেশি পরিমাণে পাঠ করলে খাদ্যের কষ্ট হয় না। اَلْفَعَّالُ এটা পাঠে দুশ্চিন্তা ও মনের অস্থিরতা দূর হয়। اَلسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ এটা বেশি পরিমাণ পাঠে দু'আ কবুল

---

১. প্রত্যেক ইসমের আবজাদের হিসেবে যে সংখ্যা হয়, কমপক্ষে সে পরিমাণ পাঠ করবে।

www.banglakitab.weebly.com

হয়। اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَوِىُّ যারা পরিশ্রমের কাজ করে বা বোঝা বহন করে, এটা পাঠে তাদের গ্লানি হয় না। যালিম দুশমনের বিনাশের নিয়ত করে এ নামগুলো একশতবার লিখে সাথে রাখলে যালিম দুশমন বরবাদ হয়। বৃহস্পতিবারে লোহার পাতে এটা খোদাই করে নিজের পাগড়ীতে রাখলে সর্বত্র ইজ্জত লাভ হয়। اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ এটা সর্বদা পড়লে আল্লাহর রহমত হয়। সব কাজে আসানী হয়, মুশকিল দূর হয়। اَلْمَلِكُ الْعَزِيْزُ এর আধিক্যে রাজত্ব দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। اَلْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ বেশি পরিমাণে পড়লে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ হয় এবং নিজের মনে নম্রতা আসে। কোন অহংকারীর সামনে তা পড়তে থাকলে তার অন্তর নরম হয়। اَلْحَفِيْظُ বিদেশ ভ্রমণে বা নিঃসহায় অবস্থায় কোন দুশমনের ভয় হলে তা পাঠে নিরাপদে থাকা যায়।

اَلْمُؤْمِنُ - এতে অযথা সন্দেহ দূর হয়, ভয় দূর হয়।

اَلْمُهَيْمِنُ - আংটির নগিনায় এটা পাঁচবার খোদাই করে ব্যবহার করলে দুশমন শয়তান ও জ্বীন-ভূতের ভয় থাকে না।

اَلنُّوْرُ وَالْبَاسِطُ - স্বপ্নে কোন ঘটনা দেখতে ইচ্ছা হলে শয়নকালে এটা পড়ে ঘুমালে স্বপ্নে তা দেখতে পাওয়া যায়।

نُوْرٌ নামটি পৃথক পৃথক হরফে ن و ر এভাবে পাঁচবার লিখে বাহুতে বাঁধলে পেটের অসুখ ও শ্বাস রোগে শান্তি হয়, বেদনার স্থানে রাখলে উপশম হয়। যদি কোন কথা বুঝে না আসে বা রাস্তা ভুলে যায়, তাহলে ভক্তি ও একাগ্রতার সাথে এ ইসম ২৫৭ বার পাঠে প্রকৃত কথা বুঝে আসবে এবং সঠিক পথ চিনতে পারবে। اَلْعَلِيْمُ الْحَلِيْمُ এতে ইলমের উন্নতি হয় এবং বিদ্যা শিক্ষায় আসানী হয়। যতগুলো ইসমের মধ্যস্থলে ى হরফ আছে; যথা—قَدِيْرٌ عَلِيْمٌ এ সমস্ত ইসমগুলো লিখে ভোরে খালি পেটে ধুয়ে পান করলে শাহওয়াত ও কামভাব দমন হয় এ নামগুলো লাঙ্গলের মধ্যে ওযূসহ লিখে হালচাষ চালালে খেতে অধিক ফসল হয়। কোদাল বা খন্তায় এটা লিখে কূয়া খোদাই করলে তাতে খুব পানি হয়। اَلْحَكِيْمُ الرَّؤُوْفُ الْمَنَّانُ - এটা বেশি পরিমাণ পাঠ করলে মনের ভয় দূর হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

اَلْوَهَّابُ ذُو الطَّوْلِ - এটা পাঠে দরিদ্রতা দূর হয়, রুজি-রোজগারে বরকত হয়।

اَللَّطِيْفُ - মসিবতের সময় এটা পাঠে উপকার হয়, মুশকিল আসান হয়।

اَلْوَدُوْدُ - সাদা রেশমী কাপড়ের টুকরায় এটা লিখে সাথে রাখলে লোকের কাছে সম্মান লাভ হয়।

اَدَّلِمُ - জুমুআর দিন দ্বিতীয় ঘণ্টায় ছয় বার এটা লিখে যার রুক্ষতাবশতঃ মাথা বেদনা হয়, তার মাথায় বাঁধলে উপকার হয়। এ সময় রূপার নাগিনায় এটা খোদাই করে মুখে রাখলে কফ দূর হয়, ভ্রম দূর হয়।

اَلْهَادِئُ الْخَبِيْرُ الْمُبِيْنُ - অর্ধরাতে এটা বেশি পরিমাণ পড়বে। একশত বারের পর পড়বে ঃ

اِهْدِنِيْ يَا هَادِئُ وَاَخْبِرْنِيْ يَا خَبِيْرُ وَبَيِّنْ لِّيْ يَا مُبِيْنُ۔

এরপর যে জিনিসের কথা স্বপ্নে দেখার ইচ্ছা হয়, এর নাম বলবে। এরূপ করতে করতে যখন নিদ্রা প্রবল হবে, তখন শুয়ে থাকবে, আল্লাহর ইচ্ছায় ইপ্সিত বস্তু স্বপ্নে দেখা যাবে।

দুশ্চিন্তা ও হৃৎকম্পন দূর হওয়ার আমল

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ۔

মনের মধ্যে অনবরত দুশ্চিন্তা এলে, শয়তানের অছঅছা হলে এবং হৃৎকম্পন হলে এ আয়াত গোলাব ও জাফরান দ্বারা জুমুআর দিন সূর্যোদয়ের সময় কাগজের সাতটি টুকরায় লিখে প্রতিদিন একটি করে গিলে সাথে সাথে পানি পান করবে; ইনশাআল্লাহ মনের দুশ্চিন্তা দূর হবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ২০০-২০১)।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, অছঅছার জন্য اعوذ بالله পড়তে হয়। (বুখারী মুসলিম) অন্য কথার দিকে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করবে; এতেও

www.banglakitab.weebly.com

অছঅছা দূর হয়। এক হাদীসে আছে যে, اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ পড়বে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, তিনবার اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ বলবে—ইবনে সুন্নী। অন্য এক হাদীসে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ বলে (বুকের) বাম পাশে থুথু দেয়ার বলা হয়েছে। (মুসলিম)

অন্য হাদীসে— هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (আবু দাউদ)

কোন কোন আলেম ইবনে আব্বাস রা. থেকে এরূপ স্থানে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বেশি পরিমাণে পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, শুধু আল্লাহর নাম স্মরণ ও পাঠ করাই যথেষ্ট।

আবু সোলাইমান দারানী র. অছঅছা ও দুশ্চিন্তার এক অতি উত্তম তদবীর বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে যে, যখনই কোন অছঅছা হয়, তখন খুশি হবে। শয়তান কখনো মুসলমানের খুশি হওয়া দেখতে পারে না। সুতরাং তোমাকে খুশি হতে দেখে সে জ্বলে-পুড়ে ওঠে এবং তোমার মনে আর অছঅছা উৎপাদন করবে না। যদি তুমি ত না করে অছঅছার জন্য খুব চিন্তাযুক্ত হও, তাহলে শয়তান তোমার পিছনে লেগে থাকবে এবং নানারকম চিন্তা-ভাবনা দ্বারা তোমার ক্ষতি সাধন করবে। যে ঘরে মালপত্র থাকে সেখানেই চোর আসে। অতএব, অছঅছা এলে বুঝতে বে যে, তোমার অন্তরে ঈমান আছে। এজন্যই শয়তান তোমার মনে ঢুকতে চায়। এজন্য হাদীসে অছঅছাকেই "ঈমান" বলা হয়েছে। (মুসলিম)

মনের কাঠিন্য দূর করার আমল

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

যার অন্তর কঠিন হয়েছে এবং ওয়াজ-নসীহত শুনেও যার মন নরম হয় না, তার জন্য নির্ভাস যবের একটি টিক্কা সূর্যোদয়ের পূর্বে লবণ ব্যতীত প্রস্তুত করে পরিপক্ক করবে। এরপর এ আয়াত নতুন কাটা কলম দ্বারা এর ওপর সাতবার লিখবে। সেদিন রোযা রেখে আয়াত লেখা টিক্কা দ্বারা ইফতার করবে। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় মনের কাঠিন্য ভাব দূর হয়ে অন্তর খুব নরম হয়ে যাবে। (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ২)

www.banglakitab.weebly.com

শক্তি সঞ্চয়

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۔

যারা বোঝা বহনের কাজ করে, তারা এ আয়াত পাঠ করবে এ কাজ তাদের সহজ হয়। এটা পাঠের বিশেষ নিয়ম এটাই যে, এক জুমুআর আসর থেকে শুরু করে পরের জুমুআর শেষ করবে। এ দিনগুলোতে পাঞ্জেগানা নামাযের পর এবং কাজ শেষ হওয়ার পর পড়তে হয়। এতে সব কাজে আসানী হয়। (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৬৬)

জ্বরের তদবীর

হযরত হাসান বসরী র. এ আয়াত (অর্থাৎ اَلْئٰنَ خَفَّفَ) লিখে জ্বরের জন্য বাঁধতেন।

চোর ও পলাতক ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার তদবীর

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ۔

চোর ও পলাতকের জন্য কাত্তান কাপড়ের ধুয়া গোল টুকরায় চাঁদের প্রথম তারিখে এটা লিখবে। পাশে পলাতক ব্যক্তি বা চোরের নাম তার মায়ের নাম লিখে যেখনে লোকের চলাফেরা নেই, এমন স্থানে কাপড়ের টুকরাটি রেখে এর ওপর একটি খুঁটা গেড়ে মাটিতে চাপা দিয়ে রাখবে। চোর বা পলাতক আল্লাহর হুকুমে শীঘ্রই ফিরে আসবে। (সূরা তাওবা, আয়াত ঃ ৪৬)

দ্বীন-দুনিয়ার আসানীর আমল

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ۔

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। এ আয়াত প্রতিদিন একশত বার করে পড়লে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে ব্যক্তি আগুন-পানি ইত্যাদিতে মরবে না। হযরত লায়স ইবনে সা'দ র. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তির উরুদেশে আঘাত লেগে হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। স্বপ্নে তাঁকে কেউ বলে, 'আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে হাত রেখে এ আয়াত পড়'। লোকটি এ আদেশ পালন করায় তার উরুদেশ ভাল হয়েছিল। এ আয়াতের আর একটি খাছিয়ত এটাই যে, এটা লিখে ধারণ করে হাকীম, মহাজন বা অন্য কোন লোকের কাছে কোন মাকসুদ নিয়ে হাজির হলে তা পূর্ণ হয়। (সূরা হূদ, আয়াত ঃ ৫৭)

চোরের গলায় বাঁধ

সূরা ইউনুস (পারা-১১) লিখে তামার পাত্রে আবদ্ধ পানিতে তা ধুয়ে সে পানিতে ময়দা বা আটা গুলে যে লোকগুলোর ওপর চুরির সন্দেহ হয়, তাদের নাম সে আটায় পাঠ করবে। (নামগুলো বলে এতে ফুঁক দেবে) এরপর তাতে রুটি তৈরি করে সন্দেহযুক্ত লোকগুলোর সমানসংখ্যক টুকরা করে প্রত্যেককে এক এক টুকরা খেতে দেবে। সকলে নির্বিঘ্নে খেয়ে ফেলবে; কিন্তু চোর তা গিলতে সক্ষম হবে না।

মাসআলা ঃ চোর পরীক্ষার এ আমল বা অন্য কোন আমলের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস করা এবং এর ওপর নির্ভর করে কারো প্রতি দোষারোপ করা নাজায়েয। অবশ্য এ আমলের পর গুপ্ত সন্ধান দ্বারা মাল বের করতে চেষ্টা করা বা প্রমাণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করায় কোন দোষ হবে না।

বেদনায় শান্তি লাভের আমল

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

মাটির নতুন পাক পাত্রে কালি দ্বারা এটা লিখে যয়তুনের তেলে অক্ষরগুলো ধুয়ে তেল সামান্য গরম করে যদি বেদনাযুক্ত স্থানে মালিশ করে আরাম হয়। (সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ১২)

www.banglakitab.weebly.com

সহজ প্রসব ও কানের বেদনায় শান্তির তদবীর

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ
مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ
فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ۔

এ আয়াত কদুর ছালে লিখে প্রসব বেদনার সময় স্ত্রীলোকের ডান বাজুতে বাঁধলে প্রসব হয়। কলাইদার তামার পাত্রে গান্দনার আরকে তা লিখে পরিষ্কার মধুতে ধুয়ে আগুনে পাকিয়ে বেদনাযুক্ত স্থানে তিন ফোঁটা দিলে ইনশাআল্লাহ আরাম হয়। কাগজে লিখে নীল কাপড়ের টুকরায় তাবীজ তৈরি করে যদি বাহুতে বাঁধে উপার্জনের পথ সুগম হয়।

(সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৩১)

পেট ব্যথা ও শ্বাস রোগের আমল

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَ
هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ۔

এ আয়াতগুলো সর্বপ্রকার পেট-বেদনায় বেশ উপকারী। কখনো সহবাস করেনি, এমন ব্যক্তির কাছ থেকে কাগজ নিয়ে কালি দ্বারা এ আয়াত লিখে কোন সবুজ ফলের রসে ধুয়ে সামান্য পরিমাণ মিশ্রিসহ রোগীকে পান করালে আরাম হয়। এ তদবীরে পেট বেদনা, শ্বাস রোগ এবং হাঁপানি দূর হয়। (সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৫৭-৫৮)

যাদু-টোনা দূর করার আমল

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ۔ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ
مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِيْنَ۔

www.banglakitab.weebly.com

কঠিন যাদু-টোনা দূর করার জন্য এক কলসী বৃষ্টির পানি এমন জায়গা থেকে আনবে, যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে; আর এক কলসী এরূপ কূয়ার পানি আনবে, যা থেকে কেউ পানি আনে না। এরপর জুমুআর দিন এ রকম সাতটি গাছের পাতা আনবে, যার ফল খাওয়া যায় না। উভয় প্রকার পানি এক সাথে মিশিয়ে এতে এ সাত গাছের পাতা নিক্ষেপ করবে। এরপর আয়াতগুলো লিখে এ পানিতে ধুয়ে যাকে যাদু-টোনা করা হয়েছে, তাকে রাতে কোন নদীতে নিয়ে পানিতে খাড়া করিয়ে ওপরোক্ত পানি দ্বারা গোসল করাবে। ইনশাআল্লাহ যাদু-টোনা দূর হবে।

(সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৮০-৮১)

সর্বরোগ বিনাশের তদবীর

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

(সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৮৭)

এবং

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

মিসরীর টুকরায় লোহার সুঁই দ্বারা এ আয়াত লিখে রাতে নদীর নালা থেকে ভাল পানি সংগ্রহ করবে, এতে মিসরীগুলো মিশিয়ে রোগীকে সুবহি সাদিকের পূর্বে পান করাবে। এতে ইনশাআল্লাহ সকল প্রকার রোগ দূর হবে। (সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ১০৭)

গায়েবী মদদ লাভের আমল

সূরা হূদ (পারা-১২) হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে সাথে রাখলে গায়েবী মদদ পাওয়া যায়, শত শত লোকের সাথে মোকাবেলা হলেও তার ভয় সকলের ওপর প্রবল হয় এবং কেউই তার বিরুদ্ধে কথা বলতে সক্ষম হবে না।

তিনদিন সকাল-বিকাল এটা জাফরান দ্বারা লিখে পান করলে মনে সাহস সঞ্চয় এবং কিছুতেই মনে ভয়ভীতি আসে না।

www.banglakitab.weebly.com

বোধশক্তি ও ইলম বৃদ্ধির আমল

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ـ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا
اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ـ وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا
اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ
وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ـ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

সুবহি সাদিকের সময় মেশক ও গোলাব দ্বারা সবুজ কচু পাতায় এটা লিখে যে কূপ থেকে এ কচু গাছে পানি দেয়া হয়, সে কূপের পানি এনে ধুয়ে চারদিন পর্যন্ত সকাল-বিকাল পান করলে কোরআন শিক্ষা সহজ হয় এবং অন্যান্য ইলম বৃদ্ধি পায়, যেহেন শক্তি বাড়ে ও অন্তর খুলে যায়। (সূরা হূদ, আয়াত ঃ ১-৪)।

যালিম দুশমনের ভয় দূর করার আমল

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ
اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ
اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّيْ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ـ

কোন যালিম দুশমন বা জীব-জন্তুর ভয় হলে এ আয়াত চলাফেরা, শোয়া-বসা, সকাল-বিকাল সব সময় পড়তে থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় কেউই কোন অনিষ্ট করতে সক্ষম হবে না। (সূরা হূদ, আয়াত ঃ ৫৬-৫৭)

এবং ছেলেদের গলায় এ (اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ) আয়াতগুলো লিখে তাবীজরূপে বাঁধলে তারা সব রকম বিপদ থেকে ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

জীবিকা ও সম্মান লাভের আমল

সূরা ইউসুফ লিখে পান করলে জীবিকা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। এটা তাবীজরূপে বাঁধলে স্ত্রীর ভালবাসা লাভ করা যায়।

কার্যপ্রাপ্তির আমল

وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ـ قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ـ وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

যদি কোন ব্যক্তি বেকার হয় এবং জীবিকা অর্জনের পথ না পায়, তাহলে চাঁদের প্রথম বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে রোযা রাখবে। বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে ঘুমানোর সময় এ সূরার এ আয়াতসমূহ পাঠ করবে। এরপর জুমুআর দিন জুমুআ ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে এটা লিখবে। ইফতারের পর পুনরায় এটা পাঠ করবে। ইশার পর আর একবার পড়বে এবং শোয়ার সময় বিছানায় গিয়ে আর একবার পড়ে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ ১০০ বার, سُبْحَانَ اللّٰهِ ১০০ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ১০০ বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ১০০ বার এবং দরূদ ১০০ বার পড়ে শুয়ে থাকবে। ভোরে ঘর থেকে বের হয়েই লিখা আয়াতগুলোকে তাবীজরূপে ধারণ করবে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে, 'কখনো কারো ওপর যুলুম করবে না, হকের সীমা এড়িয়ে না-হকে পা রাখবে না।' এ আমলের পর ইনশাআল্লাহ সপ্তাহকাল বা এর বেশি দিনের মধ্যেই কোন না কোন কাজ অবশ্যই জুটবে এবং জীবিকার উপায় হয়ে যাবে। কেউ পড়তে না জানলে কারো দ্বারা লিখে লিখিত কাগজটি বালিশের নীচে রেখে শুয়ে থাকলেও চলবে। অবশ্য لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ থেকে যথারীতি পড়তে হবে।

(সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৫৪-৫৬)

www.banglakitab.weebly.com

কারামুক্তির আমল

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۔ وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ قَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَ قَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَ جَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۔

(সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৯৯-১০০)

কেউ অন্যায় বিচারে কারারুদ্ধ হলে এ আয়াত লিখে ডান বাহুতে বাঁধবে এবং খুব বেশি পরিমাণ পড়বে। আল্লাহর ইচ্ছায় শীঘ্রই কারা মুক্ত হবে।

যালিমের অত্যাচার থেকে মুক্তির আমল

সূরা রা'দ (পারা-১৩) কোন নতুন বড় রেকাবীতে খুব ঘন অন্ধকার রাতে লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে অন্ধকার রাতে যালিম রাজপ্রতিনিধি বা সরদারের দরজায় ছিটিয়ে দেবে। ইনশাআল্লাহ সেদিনই পদচ্যুত হবে।

ইমাম গায্যালী র. লিখেছেন যে, এটা অন্ধকার রাতে ইশার নামাযের পর আগুনের আলোতে লিখে সে সময়ই অত্যাচারী রাজা বা রাজপুরুষের দরজায় রেখে আসবে। এরূপ করলে প্রজা ও অধীনস্থগণ তার বিদ্রোহী হবে। আর তার আদেশ পালন করবে না।

দোকান, বাগান ও বাড়ি আবাদীর আমল

الٓمّٓرٰ ۟ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔ اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۔ وَ

www.banglakitab.weebly.com

هُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَ اَنْهٰرًا ؕ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۔

যয়তুনের চারটি পাতায় এ আয়াতগুলো লিখে দোকান, বাগান বা বাড়ির চার কোণায় দাফন করলে উন্নতি ও আবাদী পায়। (সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ১-৩)

গায়েবের খবর জানার আমল

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ۔ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ۔

কেউ কোন প্রকার অদৃশ্য জিনিসের খবর জানতে চাইলে, যেমন— মহিলার পেটে কি সন্তান আছে, টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু মাটির নীচে বা অন্য কোথাও রাখা হয়েছে, এমন স্থান ঠিক করা যায় না, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি কখন ফিরবে ইত্যাদি। (সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ৮-৯)

এমন খবর জানতে হলে ওযূ করে আতর মাখবে এবং সোমবার দিন রোযা রাখবে, সেদিন রাতে ওযূসহ ঘুমাবে। মঙ্গলবারে সূর্যোদয়ের পূর্বে সবুজ কাপড়ের টুকরায় জাফরান ও গোলাবজল দ্বারা এ আয়াতসমূহ লিখে কাপড়টিতে উদ ও আম্বরের ধুনি দিয়ে তা একটি কৌটায় এরূপে বন্দ করবে, যেন কেউই দেখতে না পায় এবং চন্দ্র-সূর্যের আলো তাতে না পড়ে। এরপর বুধবার রাতে (মঙ্গলবার দিনগত রাতে) ইশার নামায শেষে এ কৌটাটি হাতে নিয়ে বলেন ঃ

يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ فِى الْاُمُوْرِ يَامَنْ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَطْلِعْنِىْ عَلٰى كُلِّ مَا اُرِيْدَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

এরপর আল্লাহর যিকির করতে করতে ঘুমাবে। ইনশাআল্লাহ রাতে স্বপ্নে কেউ অভীষ্ট বিষয় বলবে। যদি সে রাতে কিছু দেখা না যায়, তাহলে বৃহস্পতিবারে পুনরায় রোযা রেখে শুক্রবারে রাতে (বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে) এরূপে আমল করলে ইনশাআলৰাহ সে দিন মাকসুদ হাসিল হবে অর্থাৎ, আবশ্যক বিষয় স্বপ্নে দেখতে পাবে।

www.banglakitab.weebly.com

দুশমন নিপাতের আমল

وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ. (সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ১৮)

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ.

(সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ২৫)

কেউ নিজের দুশমনকে নিপাত করতে চাইলে চাঁদের ২৮ তারিখে রোযা রাখবে। ঘটনাক্রমে সেদিন যদি শনিবার হয়, তাহলে অতি উত্তম। সন্ধ্যায় যবের রুটিতে ইফতার করে সময়মত শুয়ে থাকবে। অর্ধরাতে ওঠে নির্জন মাঠে বা খালি দালানের ছাদের ওপরে যেয়ে কুন্দুর ও ছুন্দরুদের ধুনি জ্বালিয়ে এ আয়াতগুলো সাতবার পাঠ করবে এবং দুমমনের প্রতি বদদু'আ করবে। কিন্তু সীমাতিরিক্ত বদদু'আ করা অনুচিত। অর্থাৎ, তার যুলুম ও অপরাধের অনুরূপ শাস্তির জন্য দু'আ করবে।

শিশুর বদনযর ও কান্না নিবারণের আমল

সূরা ইব্‌রাহীম (পারা-১৩) সাদা রেশমী কাপড়ে ওযূসহ লিখে শিশুদের সাথে রাখলে তাদের কান্নাকাটি বন্ধ হয়। বদনযর দূর হয় এবং দুধ ছাড়ানো সহজ হয়।

পা-ব্যথা ও বদনযর ইত্যাদির তদবীর

وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

পায়ে ব্যথা হলে এ আয়াত লিখে তাবীজরূপে বন্ধ করে বাঁধলে আল্লাহর রহমতে আরাম হয়।

www.banglakitab.weebly.com

কারো ওপর মানুষ বা জ্বীনের নযর লাগলে কূপ থেকে এক কলসী পানি এনে এ আয়াত পাঠ করে তাতে ফুঁক দেবে। এরপর যার ওপর নযর লেগেছে, তাকে কোন চৌরাস্তায় নিয়ে রাতে গোসল করাবে। এ নিয়ম তিন রাত পালনে বদনযরের দোষ দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

(সূরা ইব্‌রাহীম, আয়াত ঃ ১২)

বিচ্ছুর ভয় নিবারণের তদবীর

এ আয়াত (وَمَالَنَا الخ) সাতবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সাতবার বলবে ঃ 'হে বিচ্ছুরা! যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখ, তাহলে আমাদেরকে কষ্ট দেবে না।' অনন্তর এ পড়া পানি শয়নস্থানের চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এ রাতে বিচ্ছুর ভয় থাকবে না।

পোকা, ইঁদুর ও টিড্ডি দূর করার তদবীর

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَ خَافَ وَعِيْدِ ـ وَ اسْتَفْتَحُوْا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ـ مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَ يُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ـ يَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَ مِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ـ

শস্যক্ষেত্রে ইঁদুর, পোকা বা টিড্ডি ধরলে এ আয়াতসমূহ বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে চারটি যয়তুনের তক্তায় কালি দ্বারা লিখে খেতের চার কোণে চারটি তক্তা গেড়ে দেবে এবং গাড়ার সময় এ আয়াতগুলো তিনবার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ সমস্ত ক্ষতিকর প্রাণী দূর হয়।

(সূরা ইব্‌রাহীম, আয়াত ঃ ১৩-১৭)

বরকত ও বিপদ মুক্তির আমল

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ـ وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ـ

سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ـ

সকাল-বিকাল কোথাও যাবার সময় এবং ঘুমানোর সময় এ আয়াত পাঠ করলে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মাল-দৌলত ও খেতে-খামারে বরকত হয়। (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ৩২-৩৪)

স্ত্রীলোকের দুধ বৃদ্ধির আমল

সূরা হিজর (পারা-১৩) লিখে ধুয়ে মহিলাকে পান করালে দুধ বৃদ্ধি পায়।

সম্মান ও জীবিকার আমল

সূরা হিজর লিখে পকেটের মধ্যে রেখে দিলে জীবিকা বাড়ে, সকলে তার সম্মান করে এবং কেউই তার বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পায় না।

জানমালের হিফায়তের আমল

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

চাঁদির (গিলটি করা) পাতে এটা খোদাই করে জুমুআর রাতে এ আয়াত তাতে চল্লিশবার পাঠ করবে। এরপর পাতটি আংটির নাগিনার নীচে রেখে তা পরিধান করবে। এতে জানমাল এবং সকল জিনিসের হিফাযত হবে। (সূরা হিজর, আয়াত ঃ ৯)।

কাঁচা মোমে আংটিটির নক্শা করে বেদনাযুক্ত স্থানে যদি ধুনি দেয় আরাম হয়।

সম্মান প্রতিপত্তি লাভের আমল

وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ـ وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ـ

আংটির নগিনায় বা হরিণের ঝিল্লীতে আয়াত লিখে সাথে রাখলে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ হয়। (সূরা হিজর, আয়াত ঃ ১৬-১৭)

www.banglakitab.weebly.com

বাগান ও দোকানের উন্নতির আমল

وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ- وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ.

এ আয়াতসমূহ কাঠের তক্তায় লিখে দোকানে পেরেক দ্বারা আটকিয়ে দেয়া হলে দোকানে খুব বরকত হয়। সে তক্তা বাগানের মধ্যে দাফন করে রাখলে বাগানের মধ্যে খুব ফল উৎপন্ন হয়, গাছের শ্রীবৃদ্ধি এবং বরকত হয়। (সূরা হিজর, আয়াত ঃ ১৯-২০)

বাগান, খেত ও সভার অনিষ্ট সাধন করার আমল

সূরা নহল লিখে কোন বাগানে বা খেতে রাখলে সমস্ত গাছের ফল ও খেতের সমস্ত শস্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কোন সভায় রাখলে সভাস্থ লোকেরা নিজেরাই বিবাদ করে সভা ভেঙ্গে যায়। কোন অত্যাচারে শাস্তির জন্য এ আমল করা যেতে পারে। কোন ভাল আলেমের কাছে প্রথমে মাসআলা জিজ্ঞেস করে নেবে, যাতে শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন কিছু না হয়।

তীরের নিশানা

সূরা বনী ইসরাঈল (পারা-১৫) সাদা রেশমী কাপড়ে লিখে ধনুকে সেলাই করে দিলে তীরের লক্ষ্য ঠিক হয়। (বর্তমানে এটা আধুনিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।) (সম্পাদক)

ভয় দূর করার আমল

وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا- وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِىْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا.

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াতসমূহ পড়ে যদি শরীরে ফুঁক দেয় যে ব্যক্তি কোন কারণে ভয় পেয়েছে তার ভয় দূর হয়ে মনে সাহস সঞ্চয় হবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৪৫-৪৬)

ভূতের আছর নষ্ট করার আমল

ভূতের আছরের জন্য এ আয়াত (وَاِذَا قَرَاْتَ الخ) নীল বর্ণের রেশমী কাপড়ে বা কাগজে লিখে বাজুতে বাঁধলে আছর দূর হয়ে যাবে।

সর্ব রোগের শান্তির আমল

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ

এ আয়াতটি আয়াতে শেফার অন্তর্গত। এটা পড়ে শরীরে দম করলে বা লিখে ধুয়ে পান করালে সর্বরোগের উপকার সাধন হয়।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮২)

চিন্তা-ভাবনা দূর করার আমল

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ـ وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ـ

অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা এবং তজ্জনিত অনিদ্রা ও মস্তিষ্ক বিকার হলে দশদিন ক্রমাগত রোযা রাখবে। এরপর ভেঙ্গে আরো কিছু রোযা রাখবে এবং নিজের হালাল উপার্জন দ্বারা ইফতার করবে। এ দিনগুলোতে ইশার নামাযের পর এ আয়াত দশবার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করে শুয়ে থাকবে। নিদ্রা থেকে জেগে আবার তিন ঢোক পান করবে এবং দশবার উল্লিখিত আয়াত পড়বে। এরূপ চারবার করবে। এরপর বাকী পানি শেষ রাতে নিঃশেষ করে আয়াতটি আর একবার পড়বে। এ নিয়ম পালনে ইনশাআল্লাহ চিন্তা-ভাবনাজনিত সমস্ত কষ্ট দূর হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ১০৫-১০৬)

www.banglakitab.weebly.com

ঋণ এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

সূরা কাহ্‌ফ (পারা-১৫) লিখে একটি বোতলে বন্ধ করে ঘরে রাখলে ঋণ ও দরিদ্রতা থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং গৃহবাসিগণকে কেউই কষ্ট দিতে পারে না। শষ্যের গোলায় রাখলে সেগুলো সব রকম বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকে।

অপূর্ব শান্তি

সূরা মারইয়াম (পারা-১৫) লিখে একটি কাঁচের গ্লাসে লিখে যে ঘরে তা রাখা হয়, সে ঘর অত্যন্ত বরকত ও শান্তিময় হয়, বাসিন্দাগণ ঘুমালে সুখের স্বপ্ন দেখে। অন্য কোন লোক সে ঘরে ঘটনাক্রমে শয়ন করলেও তারও সুনিদ্রা হয় এবং ভাল ভাল স্বপ্ন দেখে।

এটা লিখে ঘরের দেয়ালে লাগালে বিপদ থেকে হিফাযতে থাকা যায় এবং লিখে ধুয়ে পান করলে মনের ভয় দূর হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com